নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ২৫৪৬/২০২২

এ,কে,এম গোলাম ফারুক

------ আপীলকারী-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

------ প্রতিবাদীপক্ষদ্বয়।

এ্যাডভোকেট মোঃ লুৎফর রহমান

------ আপীলকারী-দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট এ,কে,এম ফখরুল ইসলাম সংগে

এ্যাডভোকেট আমেনা বেগম

------ ২নং প্রতিবাদী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

------ রাষ্ট্র-প্রতিবাদীপক্ষ পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ০৭.০৮.২০২৩, ০৮.০৮.২০২৩ এবং

রায় প্রদানের তারিখঃ ২৪.০৮.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৫ম আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ২৭৮/২০১৯-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৭.০৫.২০২২ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন।

অত্র মোকদ্দমা নিস্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, অভিযোগকারীর পাওনা টাকা পরিশোধের জন্য Saf Co. এর স্বত্বাধিকারী আসামী এ,কে,এম, গোলাম ফারুক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, মীরপুর-১, ঢাকা শাখায় থাকা হিসাব নং ২৪৫০ হতে বিগত ইংরেজী ৩০.০৮.২০১১ তারিখে ১০,৮০,০০০/-(দশ লক্ষ আশি হাজার)টাকা অংকের চেক অভিযোগকারীকে প্রদান করেন। অভিযোগকারী উক্ত চেকটি নগদায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপস্থাপন করলে "Insufficient Fund" মন্তব্যে বিগত ইংরেজী ০৫.১০.২০১১ তারিখে

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ডিজঅনার হয়। তৎপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী তার নিয়োজিত বিজ্ঞ কৌসলীর মাধ্যমে বিগত ইংরেজী ১৩.১০.২০১১ তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে এ/ডি সহ আসামীর বরাবরে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করেন। প্রেরিত লিগ্যাল নোটিশ বিগত ইংরেজী ২৬.১০.২০১১ তারিখে ফেরত আসে। পরবর্তীতে লিগ্যাল নোটিশে উল্লেখিত সময় সীমার মধ্যে নালিশী চেকের টাকা অভিযোগকারীর বরাবর পরিশোধ করেনি। ফলে অভিযোগকারী বিগত ইংরেজী ১৬.১১.২০১১ তারিখে বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট এর আদালতে আসামীর বিরুদ্ধে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন। বিজ্ঞ যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ৭ম আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক দায়রা মামলা নং ১৭৫৩/২০১৩ [সি,আর মামলা নং ১৬৫৭/২০১১(ডাবল মুরিং) The Negotiable Instrument Act, 1881 ধারা ১৩৮ হতে উদ্ভুত] শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ১১.০২.২০১৯ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশে আসামী এ,কে,এম গোলাম ফারুককে The Negotiable Instrument Act, 1881 ধারা ১৩৮ এর অপরাধে দোষী সাব্যস্থ করে ১(এক) বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০৮,০০০/-(দশ লক্ষ আট হাজার) টাকা অর্থদন্ড প্রদান করেন। উক্ত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে আসামী এ,কে,এম, গোলাম ফারুক ফৌজদারী আপীল নং ২৭৮/২০১৯ দাখিল করলে বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৫ম আদালত, চট্ট গ্রাম শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ১৭.০৫.২০২২ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশে ফৌজদারী আপীলটি আপীলটি না-মঞ্জুর করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামী-আপীলকারী-দরখাস্তকারী এ,কে,এম, গোলাম ফারুক ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪৩৯ সংগে ৪৩৫ মোতাবেক অত্র ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমাটি দায়ের করে রুলটি প্রাপ্ত হন। আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ লুৎফর রহমান বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে ২নং প্রতিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব এ,কে,এম, ফকরুল ইসলাম বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত, নথী, রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং বিজ্ঞ বিচারিক ও আপিল আদালতের রায় পর্যালোচনা করলাম এবং দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব লুৎফর রহমান এবং ২নং প্রতিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব এ,কে,এম, ফকরুল ইসলাম এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম। **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ৭ম আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক দায়রা মামলা নং ১৭৫৩/২০১৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১১.০২.২০১৯ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-** *ইহা The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ১৩৮ ধারার বিধান মতে আনীত একটি দায়রা মামলা*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রসিকিউশন কেইস সংক্ষেপে এই যে, অভিযোগকারীর পাওনা টাকা পরিশোধের নিমিত্তে Saf Co. এর প্রোপ্রাইটর আসামী এ,কে,এম, গোলাম ফারুক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, মীরপুর-১ শাখা, ঢাকায় থাকা হিসাব নং-২৪৫০ হতে বিগত ৩০.০৮.২০১১ ইং তারিখে ১০,০৮,০০০/- (দশ লক্ষ আট হাজার) টাকা অংকের ১০১২৪৩৯১ নং চেকটি অভিযোগকারী মোঃ জাহাঙ্গীর আলম বরাবর প্রদান করেন। অভিযোগকারী উক্ত চেকটি নগদায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপস্থাপন করলে "Insufficient Fund" মন্তব্যে বিগত ০৫.১০.২০১১ ইং তারিখে উহা ডিঅনার হয়। তৎপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী তার নিয়োজিত বিজ্ঞ কৌসলীর মাধ্যমে বিগত ১৩.১০.২০১১ ইং তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকাযোগে এ/ডি সহ আসামীর বরাবরে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করেন। প্রেরিত লিগ্যাল নোটিশ বিগত ২৬.১০.২০১১ ইং তারিখে ফেরত আসে। পরবর্তীতে লিগ্যাল নোটিশে উলিণঢখিত সময় সীমার মধ্যে নালিশী চেকের টাকা অভিযোগকারীর বরাবরে পরিশোধ করেনি। ফলে, অভিযোগকারী বিগত ১৬.১১.২০১১ ইং তারিখে বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট-এর আদালতে আসামীর বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করেন। *মামলাটি বিচারের জন্য মাননীয় মহানগর দায়রা জজ আদালত, চট্টগ্রামে প্রেরন করা হলে, মাননীয় আদালত মামলাটি আমলে গ্রহণ পূর্বক বিচার নিস্পত্তির লক্ষ্যে বদলী সূত্রে অত্র আদালতে প্রেরণ করেন। অত্র আদালত নথি প্রাপ্ত হয়ে বিগত ২০.০১.২০১৪ ইং তারিখ আসামীর বিরুদ্ধে The Negotiable Instrument Act, 1881- এর ১৩৮ ধারা মতে অভিযোগ গঠন করেন। গঠিত অভিযোগ আসামীকে পাঠ করে শুনানো হলে এবং ব্যাখ্যা করে বুঝানো হলে, আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবী করতঃ বিচার, প্রার্থনা করেন।* *নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বর্ণিত অভিযোগ গঠন আদেশের বিরুদ্ধে আসামী এ,কে,এম, গোলাম ফারুক*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পক্ষে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ফৌজদারী বিবিধ-২০৭০১/২০১৪ নং মামলা দায়ের করলে মহামান্য আদালত বিগত ২১.০৫.২০১৪ ইং তারিখ হতে পরবর্তী ছয় মাসের জন্য অর্থাৎ ২১.১১.২০১৪ ইং তারিখ পর্যন্ত অত্র মামলার কার্যক্রম স্হগিত ঘোষনা করেন। পরবর্তীতে মহামান্য আদালত বিগত ২৪.১১.২০১৪ ইং তারিখের আদেশে পূর্ববর্তী স্হগিতাদেশের মেয়াদ উত্তীর্ন কাল হতে পরবর্তী এক বছর অর্থাৎ বিগত ২১.১১.২০১৫ ইং তারিখ পর্যন্ত অত্র মামলার কার্যক্রম স্থগিত ঘোষনা করেন। তৎপরবর্তীতে মহামান্য আদালত পুনরায় বিগত ১০.১২.২০১৫ ইং তারিখের আদেশে পূর্ববর্তী স্থগিতাদেশের মেয়াদ উত্তীর্ন কাল হতে পরবর্তী এক বছর অর্থাৎ বিগত ২১.১১.২০১৬ ইং তারিখ পর্যন্ত অত্র মামলার কার্যক্রম স্থগিত ঘোষনা করেন । *উক্ত স্থগিতাদেশের মেয়াদ উত্তীর্ন হবার পরও আসামী আদালতে হাজির না হয়ে পূনঃ পূনঃ সময় গ্রহন করায় বিগত ১৫.০১.২০১৭ ইং তারিখে আসামীর জামিন বাতিলক্রমে আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে আসামী আর আদালতে আত্মসমর্পন না করে পলাতক থাকে এবং দীর্ঘ ৪ মাসে ৫টি ধার্য তারিখেও মহামান্য উচ্চ আদালতের আদেশ দাখিল সংক্রান্তে আসামীপক্ষ কোন তদ্বীর করেনি এবং মহামান্য আদালতের কোন আদেশও প্রাপ্ত না হওয়ায় বিগত ১৯.০৩.২০১৭ ইং তারিখ আসামীর বিরুদ্ধে রায় প্রচারিত হয়। রায় প্রচারের ১০দিন পর মহামান্য উচ্চ আদালত তে বিগত ২৮.০৩.২০১৭ ইং তারিখ একটি আদেশ প্রচারিত হয় এবং উক্ত আদেশ অত্রাদালত কর্তৃক বিগত ২০.০৪.২০১৭ ইং তারিখে ডাক যোগে প্রাপ্ত হয় ।* *মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের বিগত বিগত ২৮.০৩.২০১৭ ইং তারিখ প্রচারিত আদেশে অত্র মামলায় ইতোপূর্বে বিগত ২১.১১.২০১৬ ইং তারিখ পর্যন্ত স্থগিতাদের মেয়াদ বর্ধিত করতঃ মহামান্য উচ্চ আদালতে বিচারাধীন রুলটি নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অত্র মামলার যাবতীয়*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কার্যক্রম স্থগিত ঘোষনা করেন। *যদিও অত্র মামলায় বিগত ১৯.০৩.২০১৭ ইং তারিখে রায় প্রচার পরবর্তী সময়ে স্থগিতাদেশটি প্রচারিত হয় তথাপিও উক্ত আদেশে প্রদত্ত স্থগিতাদেশটি ভুতাপেক্ষভাবে ২১.১১.২০১৬ ইং তারিখ হতে কার্যকারিতা প্রদান করায় বিগত বিগত ১৯.০৩.২০১৭ ইং তারিখে প্রচারিত রায় এবং আদেশের কোন বৈধতা নেই, কেননা মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের মর্মমতে উক্ত তারিখে মামলাটির কার্যক্রম আইনতঃ স্হগিত ছিল বলে পরিগনিত। কাজেই মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ মোতাবেক অত্র মামলার কার্যক্রম ইতোপূর্বে স্হগিত কাল হতে রুল নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিতাদেশ বর্ধিত করায় উক্ত আদেশটি অনুসরন করা এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে অত্র মামলায় বিগত ১৯.০৩.২০১৭ ইং তারিখে প্রচারিত রায় এবং তদানুসারে প্রচারিত ২৩নং আদেশটি রদ, রহিত এবং বাতিল ঘোষনা করা হয়।* *পরবর্তীতে আসামী বিগত ৩০.০৫.২০১৭ ইং তারিখ আসামী আত্মসমর্পনপূর্বক জামিন লাভ করেন।* *অত্র আদালত কর্তৃক বিগত ২৫.০৭.২০১৭ ইং তারিখে প্রাপ্ত আদেশ মোতাবেক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ উল্লিখিত ফৌজদারী বিবিধ ২০৭০১/২০১৪ নং মামলায় বিগত ২৫.০৫.২০১৭ ইং তারিখে প্রচারিত আদেশে না চালানোর হেতুতে রুলটি ডিজচার্জ হয় এবং অত্র মামলায় ইতোপূর্বে প্রদত্ত স্হগিতাদেশ Vacate করা হয়। উল্লেখ্য যে, আসামী বিগত ৩০.০৫.২০১৭ ইং তারিখ জামিন প্রাপ্তির পর হতে ইতোমধ্যে মামলায় আর কোন তদ্বীর করেনি। তদাবস্হায়, বিগত ৩১.০৭.২০১৭ ইং তারিখে আইনসংগতভাবে পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করত আসামী এ,কে,এম, গোলাম ফারুক-কে ১বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০৮,০০০/- টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত করা হয়।* *আসামীপক্ষ উক্ত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় মহানগর দায়রা জজ আদালতে ফৌজদারী আপীল-*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৪৬৬/২০১৭ নং মামলা দায়ের করলে বিগত ০৭.০৩.২০১৮ ইং তারিখে আপীল মঞ্জুরক্রমে বিগত ৩১.০৭.২০১৭ ইং তারিখে প্রচারিত রায় রদ রহিত করা হয় এবং আসামীপক্ষকে ডিফেন্স উপস্হাপনের যাবতীয় আইগত সুযোগ দিয়ে নথি প্রাপ্তির তারিখ হতে দুই মাসের মধ্যে নতুনভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। অত্র আদালত কর্তৃক বিগত ০১.০৪.২০১৮ ইং তারিখে মাননীয় আপীল আদালতের রায় সমেত নথি প্রাপ্ত হন। *আইনী প্রক্রিয়ায় মামলাটি একটি ঘটনাবহুল মামলা। মাননীয় আপীল আদালতের নিদের্শ মোতাবেক এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে অভিযোগকারী মোঃ জাহাঙ্গীর আলম নিজে পি.ডব্লিউ-১-কে আসামীপক্ষে জেরার করার সুযোগ দেয়া হয় এবং প্রসিকিউশন পক্ষে সাক্ষ্য প্রমান উপস্হাপন শেষে আসামী এ,কে,এম, গোলাম ফারুক-কে The Code of Criminal Procedure, 1898 এর ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হলে, আসামী পুনরায় নিজেকে নির্দোষ দাবী করতঃ সাফাই সাক্ষ্য উপস্হাপন করবেন এবং কাগজপত্র দাখিল করবেন মর্মে জানান। সেমতে দুই জন সাফাই সাক্ষীর জবানবন্দি ও জেরা গৃহীত হয়। তবে আসামী পক্ষ কোন কাগজপত্র দাখিলক্রমে প্রমান চিহ্নিত করাননি। সর্বশেষ বিগত ২৩.০১.২০১৯ ইং তারিখ উভয়পক্ষে যুক্তিতর্ক শ্রবন অন্তে ০৬.০২.২০১৯ ইং তারিখ রায় ঘোষনার জন্য দিন ধার্য্য করা হয়। ইতোমধ্যে অভিযোগকারীপক্ষ লিখিত যুক্তিতর্ক দাখিল করেন। রায় ঘোষনার জন্য ধার্য্যকৃত ০৬.০২.২০১৯ ইং তারিখে আসামীপক্ষ সময়ের প্রার্থনা করেন। ন্যায় বিচারের স্বার্থে আসামীপক্ষের সময়ের প্রার্থনা মঞ্জুরক্রমে অদ্য ১১.০২.২০১৯ ইং তারিখ রায় ঘোষনার দিন ধার্য করা হয়। অদ্যও আসামীপক্ষ পৃথক পৃথক দু'টি দরখাস্ত দাখিলক্রমে কাগজপত্র দাখিল করার জন্য এবং আসামীর উপস্হিতির জন্য সময়ের প্রার্থনা করেন। কিন্তু বার বার ডাকাডাকি করেও শুনানীর জন্য বিজ্ঞ কৌসলীকে পাওয়া গেল না।*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এমতাবস্থায়, নথি রায় ঘোষনার জন্য লওয়া হলো। *পি ডব্লিউ-১'কে জেরা ও ডি ডব্লিউ-১, ডি.ডব্লিউ-২ এর বক্তব্য হতে যে ডিফেন্স কেইস পাওয়া যায় তা হলো আসামীর নামে অভিযোগকারী কোন চেক দেননি, অভিযোগকারী আসামীর অফিসে চাকুরী করার সময় ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আসামীর স্বাক্ষরিত প্রতি মাসে ৭/৮টি সহি করা Blank cheque পাঠায়েছেন। চার বছরে আনুমানিক ৩৫০/৪০০ টি আমার Sign করা blank চেক পাঠিয়েছেন। উক্ত পাঠানো চেকের মধ্য থেকে অব্যবহার্য কিছু চেক অভিযোগকারী জাহাঙ্গীর গোপনে লুকিয়ে রেখেছিল। তম্মধ্যে একটি চেক দিয়ে অত্র মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন।* *নালিশী দরখাস্ত, অভিযোগ, উভয় পক্ষে গৃহীত মৌখিক সাক্ষ্য এবং অভিযোগকারী পক্ষে উপস্হাপিত দালিলিক সাক্ষ্য পর্যালোচনায় নিম্নলিখিত বিচার্য বিষয় সমূহ সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য গঠন করা হলো।* *বিচার্য বিষয় :* *১। প্রসিকিউশন পক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে The Negotiable Instruments Act, 1881এর ১৩৮ ধারায় আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে কি না;* *২। আসামী এ,কে,এম, গোলাম ফারুক-কে বর্ণিত ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে শাস্তি প্রদান করা যায় কিনা ।* ***আলোচনা, অভিমত ও সিদ্ধান্ত*** *পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে উভয় বিবেচ্য বিষয় একত্রে আলোচনা করা হলো।* *অত্র মামলার অভিযোগ, উভয়পক্ষে উপস্হাপিত বাচনিক সাক্ষ্য এবং অভিযোগকারীপক্ষের উপস্হাপিত দালিলিক সাক্ষ্য সহ নথি পর্যালোচনা করলাম।* *অত্র মামলায় অভিযোগকারী মোঃ জাহাঙ্গীর আলম পি,ডব্লিউ-১ হিসেবে জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি বাদী। আসামী এ,কে,এম, গোলাম ফারুক তার ব্যবসার প্রয়োজনে*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অভিযোগকারীর কাছ থেকে ১০,০৮,০০০/- টাকা ধার নেয়। ঐ টাকার আন্দরে বিগত ৩০.০৮.২০১১ ইং তারিখে একটি চেক দেয়। বিগত ০৫.১০.২০১১ ইং তারিখে ডিজঅনার হলে বিগত ১৩.১০.২০১১ ইং তারিখে আসামী নোটিশ দেন। টাকা না দেয়ায় মামলা করেন। *পি.ডব্লিউ-১ জবানবন্দি প্রদানকালে মূল চেক (প্রদর্শনী-১), ডিজঅনার স্লিপ (প্রদর্শনী-২); ডাক রশিদ(প্রদর্শনী-৩); লিগ্যাল নোটিশ সমেত ফেরত খাম(প্রদর্শনী-৪) উপস্হাপন করেন। এছাড়াও তিনি নালিশী দরখাস্ত প্রদর্শনী-৫ এবং এতে থাকা তার স্বাক্ষর সমূহ প্রদর্শনী-৫ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত করেন।* *আসামীপক্ষের জেরায় পি,ডব্লিউ-১ বলেন যে, তিনি আসামীর অধীনে এক সময় চাকুরী করেছেন। তিনি বিগত ১২.০৯.২০০৭ ইং তারিখ আসামীর নামীয় SAF CO. তে আসামীর অধীনে চাকুরী করতেন। তার বেতন ছিল চার হাজার টাকা ও কমিশনে কিছু টাকা পেতেন। তার রিবারের সদস্য সংখ্যা ছয়জন। তিনি ০৮.০৩.২০১১ ইং তারিখে উক্ত কোম্পানী হতে চলে যাওয়ার জন্য অব্যাহতিপত্র দিয়েছেন এবং বিগত ০৮.০৫.২০০১ ইং তারিখে অব্যাহতি পেয়েছেন। ঐ সময় কোম্পানীর নিকট বেতন পাওনা ছিলেন না। তিনি বিগত ০৯.০৭.২০১১ ইং তারিখে ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এসোসিয়েশন বরাবর আসামীর বিরুদ্ধে দরখাস্ত দেন। বিগত ৩০.০৮.২০০১ ইং তারিখে তিনি আসামীর অফিসে উপস্থিত থেকে নগদ দশ লক্ষ আট হাজার টাকা দিয়েছেন। তিনি আসামীকে পাওনা টাকা আদায়ের জন্য দু'তিনবার তাগাদা দিয়েছেন তবে বিগত ০৫.১০.২০১১ ইং তারিখ সহ আরো দু'বার তাগাদা দিয়েছে। আসামী টাকা গ্রহনের বিষয়ে কোন প্রাপ্তি রশিদ পি.ডব্লিউ-১-কে দেননি। তবে চেক দিয়েছে। তিনি আসামীর বিরুদ্ধে একইরুপ আরও একটি মামলা করেন যা বর্তমানে দায়রা ৪৫২/১৪ হিসেবে রেকর্ড হয়েছিল এবং আসামী খালাস পেয়েছিল। আসামীর অফিসে চকুরী এ*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সাক্ষীর কোন ব্যবসা বাণিজ্য ছিল না তবে তার ভূ-সম্পত্তি ছিল। *আসামীর অফিসে চাকুরী করার সময় আসামীর স্বাক্ষরিত দু'টো চেক সুকৌশলে এ সাক্ষী রেখে দেন বা ০৯.০৭.২০১১ ইং তারিখের চেকে উল্লিখিত টাকা বুঝে পেয়েছেন বা আসামীর অফিসে চার হাজার টাকা বেতনে চাকুরী করে সুকৌশলে দু'টো চেক সংগ্রহ করে প্রতারণামূলক মামলা করেছেন মর্মে আসামীপক্ষের প্রদত্ত সাজেশন সমূহ পি.ডব্লিউ-১ অস্বীকার করেন ।* *পক্ষান্তরে, ডি.ডব্লিউ-১ হিসেবে আসামী এ,কে,এম, গোলাম ফারুক সাফাই সাক্ষ্য দিয়ে বলেন যে, তিনি মামলার আসামী ও সাফাই সাক্ষী। তিনি মেসার্স সাফকো কোং মালিক হন। তার কোম্পানীতে বিগত ১৮.০৯.২০০৭ সালে বাদী জাহাঙ্গীর আলম ০৪ হাজার টাকা বেতনে চাকুরী নেয়। বিগত ০৬.০৩.২০১১ ইং তারিখে জাহাঙ্গীর হটাৎ ছুটির দরখাস্ত করে। বিগত ০৮.০৩.২০১১ ইং তারিখে বাদী জাহাঙ্গীর ঢাকুরী হতে অব্যাহতির জন্য আবেদন করেন। বিগত ০৮.০৫.২০১১ ইং তারিখে এ সাক্ষী বাদীকে চাকুরী হতে অব্যাহতি দেন। বিগত ০৮.০৫.২০১১ ইং তারিখে বাদী স্বহস্তে একটি লিখিত কাগজ দেয় যে, কোম্পানীর কাছে তার কোন পাওনা নাই। এ সাক্ষীর স্টাফ ছিদ্দিক জানায় যে, এ সাক্ষীর কিছু কাগজপত্র ও চেক বাদীর কাছে রয়ে যায়। বাদী ডি.ডব্লিউ-১-এর কর্মচারীদের কাছে ০৫ লক্ষ টাকা দাবী করে ও বলেন যে, ঐ টাকা দিলে তিনি এ সাক্ষীর মূল্যবান কাগজ ও চেক ফেরত দিবেন। তিনি স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস করেন। বাদীর কাছে কোম্পানীর গুরুত্বপূর্ন কাগজপত্র আছে জানতে পেরে এ সাক্ষী ঢাকা হতে চট্টগ্রাম আসেন ! বিগত ০১.০৬.২০১১ ইং তারিখে ডবলমুরিং থানায় একটি জি.জি করেন। জি.ডি নং-৮০/১১ ইং। এ সাক্ষীর অন্য কর্মচারী ইসহাক এ সাক্ষীকে জানান বাদী জাহাঙ্গীর আলম অফিস হতে অব্যাহতি নেয়ার পরও অবৈধভাবে চিটাগাং কাস্টমস হাউজে যেখানে এ সাক্ষীর*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সিএন্ডএফ এর কাজ পরিচালিত হয় সেখানে ঢুকে অসৎ উদ্দেশ্যে ফাইলপত্র ঘাটাঘাটি করেন বাদী। এ প্রেক্ষিতে ০৬.০৬.২০১১ ইং তারিখে চিটাগাং কাস্টম হাউজ অথরিটিকে একটি দরখাস্ত দেন যেন বাদী কাস্টম হাউজে অবৈধভাবে ঢুকতে না পারেন। চিটাগাং কাস্টম হাউজের অনুমতি নিয়ে বাদীর ছবি প্রতিটি পথে টাঙ্গিয়ে দেন যেন সে কাস্টম হাউজে ঢুকতে না পারেন। বিগত ২৭.০৬.২০১১ ইং তারিখ মিরপুর থানায় বাদীর বিরুদ্ধে তিনি ১৬৯৮/১১নং জি.ডি. দায়ের করেন। ০৪ তারিখ চিটাগাং কোর্টে বাদীর বিরুদ্ধে তিনি জালিয়াতির মামলা দায়ের করেন। মামলা নং-১১২/১১। বাদী বিগত ০৯.০৭.২০১১ ইং তারিখে চিটাগাং সিএন্ডএফ কাস্টম হাউজ শাখায় কর্মচারীর ইউনিয়নে তার দায়ের করা জিডি ও জালিয়াতি মামলা থেকে পরিত্রান পাবার জন্য সিএন্ডএফ কাস্টম শাখায় আবেদন করেন। এ প্রেক্ষিতে উক্ত কর্মচারী ইউনিয়ন ও সিএন্ডএফ কাস্টম মালিক সমিতি বিগত ২০/১০/২০১১ ইং তারিখ মালিক সমিতির অফিসে একটি সালিশ ডাকেন। উক্ত সালিশে ও বাদী জাহাঙ্গীর এ সাক্ষীর কাছে কোন দেনা পাওনা নাই বলে বিবৃতি দেন। এ ব্যাপারে একটি রোয়েদাদ হয়। বাদী কেবলমাত্র জিডি ও মামলা হতে রেহাই পাবার জন্য আবেদন করেন। এর মাস দুয়ের পরে এ সাক্ষীর ঢাকার অফিসের ঠিকানায় চিটাগাং কোর্ট হতে একটি নোটিশ পায়। বাদী জাহাঙ্গী চিটাগাং অফিসের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে কাজের জন্য প্রতি মাসে বাদীর কাছে ৭/৮টি সহি করা Blank cheque পাঠায়েছেন। চার বছরে আনুমানিক ৩৫০/৪০০ টি আমার Sign করা blank চেক পাঠিয়েছেন। উক্ত পাঠানো চেকের মধ্য থেকে অব্যবহার্য কিছু চেক বাদী জাহাঙ্গীর গোপনে লুকিয়ে রেখেছিল। ডি.ডব্লিউ-১-এর অফিস হতে অব্যাহতি নেবার ০৬ মাস পরে বাদী জাহাঙ্গীর উক্ত চেক ব্যাবহার করে প্রথমে ১টি ১০ লক্ষ ০৮ হাজার টাকার চেক ডিজঅনারের মামলা করেন এবং প্রথম মামালটি চলমান থাকাবস্হায় ০২ বছরের মাথায়

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অন্য চেক দিয়ে আরো ১টি ২০ লক্ষ টাকার চেক ডিজঅনারের মামলা করেছে এ সাক্ষীর বিরুদ্ধে উক্ত মামলা করার আগে বিগত ০৪.০১.২০১৩ তারিখে মিরপুর থানায় এ সাক্ষী একটি জিডি করেন। তিনি বিগত ১৯.০৫.২০১৩ তারিখে ঢাকার আদালতে একটি জালিয়াতির মামলা করেছেন। বিগত ০১.০৮.২০১৩ তারিখে ৯৮ ধারায় সিএমএম আদালত ঢাকায় চেক উদ্ধারের মামলা করেন এবং সার্চ ওয়ারেন্ট পান। তার ২০ লক্ষ টাকার মামলটি এ সাক্ষী খালাস পান। তদবিরুদ্ধে বাদী আপীল করেন। মহামান্য হাইকোর্ট সেটি খারিজ করেন। এ সাক্ষী বাদীর চক্রান্ত হতে মুক্তি চান। বাদীর ২০ লক্ষ টাকার মামলাটি খারিজের পর বাদী এ সাক্ষীর কাছে ০৫ লক্ষ টাকা চাঁদা চায়। এ সাক্ষী চাঁদা না দেয়ায় বাদী এ মামলাও করেছে। *প্রসিকিউশন পক্ষের জেরায় ডি.ডব্লিউ-১ বলেন যে, এ মামলায় ইতোপুর্বে একবার রায় হয়েছে। বিগত ০৪.০৭.২০১১ তারিখের মামলায় বাদী ডি.ডব্লিউ-১-এর কাছ থেকে ০৫ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবীর বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। বিগত ০৪.০৭.২০১১ ইং তারিখে জালিয়াতির মামলা চিটাগাং কোর্টে করেছেন। বিগত ২০.১০.২০১১ তারিখে সিএন্ডএফ এর সালিশের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডি.ডব্লিউ-১ ঐ মামলাটি ছেড়ে দিয়েছেন। মিরপুর থানার জি.ডি'তে বাদী ডি.ডব্লিউ-১-এর থেকে চেক নিয়েছিল মর্মে উল্লেখ করেছেন কিনা তার স্মরন নেই। জেটি সরকারের লাইসেন্স থাকলে কাস্টম এ ঢুকতে পারেন। জাহাঙ্গীর আলম কাস্টম হাউজে ঢুকতে পারবে না নোটিশ/ছবি উত্তোলনের জন্য এ সাক্ষী কারো পারমিশন নিয়েছিলেন কিনা তা এ সাক্ষীর মনে নেই। বাদীর বিরুদ্ধে ঢাকায় সিভিল স্যুট করেছেন। ঢাকার আদালতে এ সাক্ষীর মামলাটি খারিজ করেন কিনা এবং সালিশী রোয়েদাদে চেকের কোন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে কিনা তা তার মনে নেই। তর্কিত চেকের শুধু সাক্ষর এ সাক্ষীর, বাকী কোন লিখাই তার নয়।* *বিগত ০৪.০৭.২০১১ ইং তারিখের মামলাটি মিথ্যা*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মর্মে খারিজ হয়েছিল বা ডবলমুরিং থানায় ০১/০৬/১১ তাং কোন জিডি করা হয়নি বা একজন জেটি সরকার কমিশনের ভিত্তিতে কাজ করেন বা লাইসেন্স বাতিলের পর তার কাজ করার অধিকার থাকে না বা লাইসেন্স ছাড়া যে কেউ কাস্টম হাউস এ ঢুকতে পারেন বা বরগুনা জেলায় এ সাক্ষীর বিরুদ্ধে অনেক মামলা আছে কিংবা চেক উদ্ধারের মামলাটি মিথ্যা বলে খারিজ হয় মর্মে প্রসিকিউশন পক্ষে প্রদত্ত সাজেশন সমূহ ডি.ডব্লিউ-১ অস্বীকার করেন। *ডি.ডব্লিউ-২ মোঃ ইসহাক মিয়া তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি মামলার বাদী ও আসামীকে চিনি। তিনি ২০১০ ইং সালে বাদীর কাছে সিএন্ডএফ এর কাজ শিখতে আসেন। বাদী কাজের জন্য তাকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠাতো। বাদী আসামীর অফিসে কাজ করতো। তিনি সুন্দরবন কুরিয়ার হতে প্রতিদিন ডাক আনতেন এবং বাদীকে দিতেন। এগুলো কাস্টমস'এ এন্ট্রি হতো। ডাকের ভিতরে প্রতি মাসে ৭/৮ টি নষধহশ চেক আসতো মালিক এ.কে.এম. গোলাম ফারুকের Signature সমৃদ্ধ। বাদী নিজে টাকার অংক বসিয়ে সেগুলো ক্যাশ করত। অনেক সময় আসামীর স্বাক্ষরিত blank চেক বাদী এ সাক্ষীর কাছেও রেখে যেত। পরে বাদী জাহাঙ্গীর আলম এ সাক্ষীকে উহাতে টাকার অংক বসিয়ে টাকা তুলতে বলতো এবং তুলতেন। এ সাক্ষীর লিখা ০৬ টি চেক আদালতে দেয়া আছে। এ মামলার চেকে ডি.ডব্লিউ-১-এর কোন লিখা নেই। আসামী আরো ০৩ জন লোক নিয়োগ করেন। বাদীর সাথে নতুন লোকদের বনিবনা হতো না। বাদী প্রথমে ছুটির দরখাস্ত করেন মালিক (আসামীর) কাছে। ০২ দিন পরে বাদী চাকরি হতে অব্যাহতির দরখাস্ত করেন। আসামী বাদীকে চাকুরী হতে অব্যাহতি দেন। বাদী আসামীর কাছে লিখিত দেয় যে, আসামীর কাছে বাদীর কোন দেনা পাওনা নেই। বাদী অব্যাহতি নেবার পরও আসামীর কোম্পানীর ফাইল পত্র ঘাটাঘাটি করতো। মালিক(আসামী) এ বিষয়টি কাস্টম হাউস-কে অবগত করে চিঠি দেন। কাস্টমস এর*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অনুমতি নিয়ে বাদীর ছবি কাস্টমস এর গেইটে টাঙ্গান। পরে কর্মচারী জসিমের কাছে বাদী বলেন যে, কোম্পানীর চেক, সীল ইত্যাদি বাদীর কাছে আছে এবং তাকে ০৫ লক্ষ টাকা না দিলে সে আসামীর ক্ষতি করবেন মর্মেও হুমকি দেন। বিষয়টি মালিককে (আসামী) জানালে পরে মালিক/আসামী বাদীর বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম ডবলমুরিং থানায় জালিয়াতির একটি মামলা করেন। পরে বলেন, জিডি করেন। বাদী ও আসামী মিলে ১টি সালিশ হয়। তাতে ১টি রোয়েদাদ হয়। বাদী তাতে কোন টাকা পয়সা পাবে না মর্মে স্বীকার করেন। তারপর ০২ মাস পরে বাদী আসামীর বিরুদ্ধে চেকের একটি মামলা করেন। পরে (০২ বছর পর) আরেকটি চেকের মামলা করেন। উক্ত মামলা হতে আসামী খালাস পায়। আপীলেও তা খারিজ হয়। বাদীর সাথে এখনো এ সাক্ষীর দেখা হলে বলে যে, আসামীর কাছ থেকে বাদীকে যেন কিছু টাকা নিয়ে দেন। বাদী আসামীর কাছ থেকে কোন টাকা পাবেন না। এটা একটা মিথ্যা মামলা। *প্রসিকিউশন পক্ষের জেরায় ডি.ডব্লিউ-২ বলেন যে, তিনি আসামীর সাথেই সাক্ষ্য দিতে এসেছন। বর্তমানে আসামীর প্রতিষ্ঠানে কর্মরত । তিনি আসামীর একই এলাকার বাসিন্দা। তার বেতন ০৭ হাজার টাকা। তিনি মালিকের কাছ থেকে কোটেশনের ভিত্তিতে কাজ নেন। তাই বাড়তি আয় হয়। আসামীর প্রদত্ত চেকগুলো তিনি কুরিয়ার হতে রিসিভ করতেন। বাদী কাস্টমসএর ফাইলপত্র ঘাটাঘাটি করতো। সে অনেক কাগজপত্র নিয়ে গিয়েছে। মালিক তার বিরুদ্ধে জি.ডি করেছেন। জি.ডি'তে চেকের বিষয়ে কিছু ছিল কি না; তা তার জানা নেই।* *ডবলমুরিং থানায় তেমন কোন জি.ডি নেই বা সালিশী রোয়েদাদে টাকা পাবার বিষয়ে কোন কিছু লিখা নেই কারণ সালিশে বাদী তার কোন পাওনার কথা বলেননি বা এ সাক্ষী আসামীর কর্মচারী বিধায় আসামী পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন মর্মে প্রসিকিউশন পক্ষের প্রদত্ত সাজেশন সমূহ ডি.ডব্লিউ-১ অস্বীকার করেন।*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এটা The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ১৩৮ ধারার অধীনে দায়েরকৃত দালিলিক সাক্ষ্য ভিত্তিক মামলা। মৌখিক সাক্ষ্যের চেয়ে দালিলিক সাক্ষ্য প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এ আইনে চেক ইস্যুর উপলক্ষ্য কিংবা পূর্বাপর ঘটনা অপ্রাসঙ্গীক। তথাপিও ন্যায় বিচারের স্বার্থে ডিফেন্স কেইস পর্যালোচনা করা আবশ্যক বলে আমি মনে করি। আসামী কর্তৃক অভিযোগকারীকে চেক প্রদানের বিষয়টি স্বীকৃত। তবে ডিফেন্স কেইস অনুযায়ী অভিযোগকারী আসামীর অফিসে চাকুরী করার সময় ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আসামীর স্বাক্ষরিত প্রতি মাসে ৭/৮টি সহি করা Blank cheque পাঠায়েছেন। তন্মধ্যে আসামীর অজ্ঞাতে অভিযোগকারী একটি চেক সরিয়ে নিয়ে বা লুকিয়ে রেখে তা দিয়ে অত্র মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন। এক্ষেত্রে "Blank চেক" হস্তান্তরের দায় দায়িত্ব চেকের মালিকের উপর বর্তাবে। ডি.ডব্লিউ-১ বিপুল সংখ্যক দালিলিক প্রমান ও তথ্যনির্ভর মৌখিক জবানবন্দি প্রদান করেছেন। দেওয়ানী, ফৌজদারী, জি.ডি সহ একাধিক মামলার বর্ণনা দিলেও উক্ত মামলা সমূহ কিংবা জি.ডি, রোয়েদাদ অত্র মামলার চেক সংক্রান্তে কিনা তার সমর্থনে আসামীপক্ষ একটি চিরকুটও আদালতে দাখিল করতে সক্ষম হননি আবার ডি.ডব্লিউ-১ জেরায় উল্লেখ করেছেন যে, তার মালিক অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে জি.ডি করেছেন। জি.ডি তে চেকের বিষয়ে কিছু ছিল কি না; তা তার জানা নেই। ফলে, দালিলিক সাক্ষ্যের অবর্তমানে শুধুমাত্র ডি.ডব্লিউ-১-এর মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা তার ডিফেন্স কেইস সমর্থিত হয় না। ডি.ডব্লিউ-২ তার জবানবন্দিতে বলেছেন যে, তিনি সুন্দরবন কুরিয়ার হতে প্রতিদিন ডাক আনতেন ডাকে নষধহশ চেক আসতে মাণিক এ.কে.এম. গোলাম ফারুকের Signature সমৃদ্ধ। অভিযোগকারী নিজে টাকার অংক বসিয়ে সেগুলো ক্যাশ করত। ডি.ডব্লিউ-২-কে দিয়ে অভিযোগকারী blank চেকে টাকার অংক বসিয়ে টাকা উত্তোলন করাতেন। যেহেতুে ডি.ডব্লিউ-২- স্বীকার করেছেন যে, তর্কিত চেকে

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তার কোন লিখা নেই। সেহেতু, ডি.ডব্লিউ- ২-এর উক্ত বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য নহে। অধিকন্তু, অভিযোগকারী কর্তৃক তর্কিত চেক কথিতমতে লুকানোর কিংবা সরানোর ঘটনা ডি.ডব্লিউ-২ স্বচক্ষে দেখেননি। ডি.ডব্লিউ-২ জেরায় স্বীকার করেছেন যে, বর্তমানে আসামীর প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এবং তিনি আসামীর একই এলাকার বাসিন্দা। যেহেতু ডি.ডব্লিউ-২ আসামীর অধীস্হ কর্মচারী সেহেতু এ সাক্ষীর সাক্ষ্য নিরপেক্ষ মর্মে বিবেচনার অবকাশ নেই। ডি.ডব্লিউ-২-এর জবানবন্দির অপরাপর বক্তব্য পর্যালোচনায় ডি.ডব্লিউ-২-কে অতি উৎসাহী সাক্ষী বলে প্রতীয়মান হয়। আসামী কর্তৃক প্রেরিত চেক সরানো/লুকানো সংক্রাড়ে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্হা গ্রহন করেছিলেন মর্মে দাবী করলেও উহার দালিলিক প্রমান নাই। কথিত রোয়েদাদ আদালতে দাখিল হয়নি। ফলে, তর্কিত চেক সংক্রান্তে আসামীপক্ষের ডিফেন্স আদৌ বিবেচনাযোগ্য নয় । *তর্কিত চেক অভিযোগকারী বরাবর হস্তান্তর করার বিষয়টি ডি.ডব্লিউ-১ এবং ডি.ডব্লিউ-১ কর্তৃক প্রদত্ত জবানবন্দিতে স্বীকৃত।* *এক্ষেত্রে,* *The Negotiable Instruments Act এর ১৪ ধারার বিধান হলো :* *"14. Negotiation- When a promissory note, bill of exchangeor cheque is transferred to any person, so as toconstitute that person the holder thereof, the instrument is said be negotiated."* *তর্কিত চেক স্বীকৃত হলে উহার আইনগত পরিনতি কি হবে সে বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ Abdul Alim Versus Biswajit Dey | 59 DLR (2007)236) নং মামলায় নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন :-* *"Another striking fact is that accused*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		petitioner at no point of time denied his signature on the cheque. Since the accused did not deny his signautre, as such, the accused must have to discharge the onus as to why he signed the cheque when the cheque was delivered/given to the complainant. A legitimate claim of the complainant cannot be frustrated on mere technicality. *অন্যদিকে, অভিযোগকারীপক্ষের বর্ণিত বাচনিক এবং দালিলিক সাক্ষ্য সমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তর্কিত চেক (প্রদর্শনী-১) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, মিরপুর-১ শাখা, ঢাকায় থাকা আসামীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামীয় ২৪৫০ নং হিসাব হতে আসামী এ.কে.এম গোলাম ফারক- এর স্বাক্ষরে বিগত ৩০.০৮.২০১১ ইং তারিখে অভিযোগকারী 'মোঃ জাহাঙ্গীর'-এর নামে ইস্যুকৃত। তা ডি.ডব্লিউ-১ কর্তৃক জবানবন্দিতে পরোক্ষভাবে স্বীকৃত।* *অভিযোগকারী উক্ত চেক নগদায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপস্হাপন করলে "Insufficient fund" মন্তব্যে ০৫.১০.২০১১ ইং তারিখে ডিজঅনার হয় মর্মে প্রদর্শনী-২ হতে সঠিক মর্মে পাওয়া যায়।* *তর্কিত চেকটি বিগত ০৫.১০.২০১১ ইং তারিখে ডিজঅনার হবার পর বিধিমতে ৩০(ত্রিশ) দিন মেয়াদ মধ্যে অভিযোগকারী নিযুক্তিয় কৌসলীর মাধ্যমে বিগত ১৩.১০.২০১১ ইং তারিখ এ/ডি সহ রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আসামীর বরাবরে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করেন। প্রেরিত লিগ্যাল নোটিশ বিগত ২৬.১১.২০১১ ইং তারিখে ফেরত আসে মর্মে প্রদর্শনী-৩ এবং প্রদর্শনী-৪ দ্বারা প্রমানিত।* *অতঃপর আসামী নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চেকে উল্লিখিত টাকা পরিশোধ না করায় অভিযোগকারী বিগত*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১৬.১১.২০১১ ইং তারিখে বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট-এর আদালতে আসামী এ,কে,এম গোলাম ফারুক-এর বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করেছেন যা প্রদর্শনী-৫ হতে দৃষ্ট হয়। যুক্তিতর্ক শুনানীকালে আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসলী বলেন যে, অভিযোগকারী লিগ্যাল নোটিশ ফেরত আসামীর ৩০দিন সময় শেষ হবার পূর্বেই বিগত ১৬.১১.২০১১ ইং তারিখ মামলাটি দায়ের এটি একটি Pre-Mature দায়েরকৃত মামলা। এ সংক্রান্তে Satya Harayan Podar Vs State and other,53, DLR (page 403) মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন:- "Even though the case is pre-matured and it was filed before the expirty of 30 days from date of receipt of the notice, the proceeding is not liable to be quashed" মহামান্য উচ্চ আদালতের উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত মতে মামলা Pre – Mature দায়ের করা যায়। আসামী রায় ঘোষনার তারিখে পলাতক হয়। আসামীপক্ষ পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও অভিযোগকারীপক্ষে দাখিলী কাগজপত্র সম্পর্কে আসামীপক্ষ পি.ডব্লিউ-১-কে জেরা না করেনি। ফলে, অভিযোগকারী পক্ষে দাখিলী প্রদর্শনী চিহ্নিত কাগজপত্র সমুহের বিশুদ্ধতা চ্যালেঞ্জবিহীন, অক্ষুণ্ন, অখন্ডীয় ও অটুট রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ Ratan Kha @ Ratan & others vs. The State reported in 40 DLR, 186 মামলায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেনঃ- "--------There is no further burden of proof when the assertion of the PW-1 remain unchallenged."

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অধিকন্তু আসামীর পলায়নপর এ মানসিকতা তার দোষী মন বা Mens rea-কে সর্বোতভাবে অনুসমর্থন করে। আসামীর পূর্বাপর এরুপ আচরণে স্পষ্টতঃ প্রতিভাত যে, আসামী কর্তৃক কৃত অপরাধ এবং অত্র মামলার চূড়ান্ড পরিনতি বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়ে রায়ের পর্যায়ে পলাতক হয়েছেন। *ফলে, অভিযোগকারীপক্ষের মৌখিক জবানবন্দি ও দাখিলী কাগজপত্র দ্বারা আসামীর বিরুদ্ধে The Negotiable Instruments Act,188।এর ১৩৮ ধারায় অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ প্রসিকিউশন পক্ষ প্রমান করতে সক্ষম হয়েছেন মর্মে অত্র আদালত মনে করেন।* *যেহেতু আসামী এ,কে,এম, গোলাম ফারুক কর্তৃক অভিযোগকারীর অনুকুলে তর্কিত চেক ইস্যু করা (স্বীকৃত), এটি "Insufficient Fund" মন্তব্যে ডিজঅনার হওয়া, এ/ডি সহ রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আসামীর প্রতি লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করা এবং প্রেরিত লিগ্যাল নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আসামী চেকে উল্লিখিত টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগকারী কর্তৃক আইনানুগ প্রক্রিয়ায় মামলা দায়ের করার বিষয়টি মৌখিক এবং দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমানিত হয়েছে সেহেতু আসামী এ,কে,এম, গোলাম ফারুক -কে The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ১৩৮ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হলো এবং উক্ত ধারায় তিনি শাস্তি প্রাপ্য। অতএব* ***<u>আদেশ হয় যে,</u>*** *আসামী এ.কে.এম, গোলাম ফারুক (পলাতক), প্রোপ্রাইটর, Saf Co.,পিতা-মৃত আবুল হাসেম মিয়া-কে The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ১৩৮ ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে ১ (এক) বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০৮,০০০/- (দশ লক্ষ আট হাজার) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হলো। অর্থদন্ডের সমুদয় অর্থ আদায় সাপেক্ষে অত্র মামলার নালিশকারী প্রাপ্ত হবেন!*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

আসামী স্বেচ্ছায় আদালতে আত্মসমর্পণ কিংবা পুলিশ কর্তৃক ধৃত হবার তারিখ হতে অত্র সাজার মেয়াদ গণনা শুরু হবে। আসামীর বিরুদ্ধে সাজা উল্লেখপূর্বক গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু করা হোক।

অত্র রায়ের অনুলিপি বিজ্ঞ সিএমএম, চট্টগ্রাম, বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চট্টগ্রাম / ঢাকা, পুলিশ কমিশনার, চট্টগ্রাম/ঢাকা বরাবর প্রেরণ করা হোক ।

আমার কথামত মুদ্রিত এবং আমা কর্তৃক শুদ্ধকৃত ।

স্বা: অস্পষ্ট
(আফরোজা জেসমিন কলি)
যুগা মহানগর দায়রা জজ
৭ম আদালত, চট্টগ্রাম ।

স্বা: অস্পষ্ট
(আফরোজা জেসমিন কলি)
যুগা মহানগর দায়রা জজ
৭ম আদালত, চট্টগ্রাম ।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৫ম আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক ফৌজদারী আপীল নং ২৭৮/২০১৯-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৭.০৫.২০২২ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"1.This Criminal Appeal at the instance of convict appellant A.K.M Golam Faruk is directed against the judgment and order of conviction dated 11/02/2019 passed by Learned Joint Metropolitan Sessions Judge, 7th Court, Chattogram in Sessions Trial Case No.1753/2013 (arising out of C.R.case no. 1657/2011 (Doublemooring) convicting the appellant u/s. 138 of the Negotiable Instruments Act,1881 sentencing him to suffer imprisonment for 01 (one) year with fine of Tk. 10,08,000/-.

2. The short facts of the prosecution case relevant for disposal of this appeal is that, in order to clear his dues the appellant issued in favour of the complainant the disputed cheque bearing no. IBB 10124391 dated 30.08.2011, of the accused account no.2450, Islami Bank Bangladesh Limited (Mirpur-1 Branch, Dhaka, Code 4200233) for Tk. 10,08,000/-. The complainant placed the disputed cheque to the concerned branch for encashment

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		but it was dishonoured on 05/10/2011 due to insufficient fund in the said account.Thereafter the complainant sent legal notice to the accused on by registered post to 16/10/2011 and demanded payment of the money that is Tk. 10,08,000/-cheque money within 30 days from the date of receiving legal Having no notice.result, the complainant filed petition of complaint u/s. 138 of the said Act, 1881 before the concerned Cognizance Court, Chattogram. *3. On receipt of receipt of the the complaint the concerned Magistrate after examining the complainant on oath u/s. 200 of the Code of Criminal Procedure by his order dated 16/11/2011 has taken cognizance of the offence u/s. 138 of the said Act and issued process against the accused person. The case being ready for trial was sent to the honorable Metropolitan Sessions Judge, Chattogram where the case was registered as Sessions Case No.1753/2013. The honorable Metropolitan Sessions Judge, Chattogram transferred the case to the learned Joint Metropolitan Sessions Judge, 7th Court, Chattogram for trial and disposal. Later on, charge was framed on 20/01/2014 against the accused. The charge was read over and explained to the accused of which he pleaded not guilty and claimed to be tried. The prosecution side adduced as many as 1 witness namely PW.1. He was cross examined by the defence. After closure of the prosecution witnesses, when the present accused was examined under Section 342 of the Criminal Procedure Code, he pleaded not guilty and prayed to produce defense witness witness on his behalf. Later on, the accused produced two witnesses. The defence witnesses were also cross examined by the prosecution. The Court below on assessing the evidences on record found the convict appellant guilty of the charge and therefore she awarded*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		there with the aforesaid period of sentence by her judgment dated 11/02/2019. Then the accused appellant surrendered before the concerned court on 07/03/2019 and submitted a prayer for bail with 50% of the cheque amount through chalan and was enlarged on bail on condition to file an appeal. *4. Being aggrieved by and dissatisfied with the impugned order of conviction and sentence this appeal has been preferred by the accused appellant amongst with some other grounds that the impugned judgment and order being groundless has resulted in an error occasioning failure of justice and causing serious prejudice to the convict-appellant and as such the impugned judgment and order of conviction are not sustainable and liable to be set aside.* ***5. Point for determination:*** *Whether there is any sufficient ground for interfering with with the impugned conviction and sentence?* ***6. Findings & decision:*** ***6.a.** To prove convicted the culpability of the accused prosecution witness PW.1 has deposed in corroboration to the complaint. PW.1 has exhibited the relevant documents as Ex.1 to Ex.5 (series). He was cross-examined by the accused.* ***6.b.** On careful assessment of the evidences on record and the appeal petition it appears that the convict appellant never denied his signature in the disputed cheque. Moreover, there is no plea/ allegation of forceful taking of that cheque. In such a situation the decision of the honourable High Court Division as pronounced in the case of Abdul Alim vs. Biswajit Dey, 59 DLR 236 is mentionable, where it is cited that-* *Since the accused petitioner at no point of time denied his signature on the cheque he must have to discharge the onus as to why he signed the cheque when the cheque was*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		delivered/ given to the complainant. A legitimate claim of the complainant cannot be frustrated on mere technicality. *Now a valid question must be answered by the accused as to why he had signed the cheque when the cheque was delivered/ given to the complainant. On perusal of the record of the trial Court, it appears that, the accused took a defence plea that he used to issue blank cheques to the complainant for business purpose. Admittedly, the was complainant an employee of the Company named SAF CO owned by the accused. Therefore, it is unusual for an owner of a Company to issue several blank cheques to one of his ordinary employees. The accused Golam Farooq himself deposed as D.W 1 and further stated that the complainant left the job on 08.05.2011 and few days later, the complainant phoned one of his employees named Siddique claiming 5 lac taka to get back the blank cheques and important documents of the Company which he might have kept in his hand stealthily during his service tenure. Hearing this news the accused immediately filed several GDs on 01-06-11, 27-06-11 and 04-04-13. He also filed C R case no 989/11 before the Matropolitan Magistrate Court, Chittagong on 04-07-11 against the Complainant, C.R case no 457/13 against the Complainant before the Metropolitan Magistrate Court Dhaka on 19-05-13, Case no 179/13 date 01-08-13 under section 98 of Criminal Procedure Code for search warrant before Ld Executive Magistrate Court, Dhaka. I have also gone through the exhibited documents (Exhibit –ক-ছ(সিরিজ)] on behalf of the convict appellant. However, nothing was said about the disputed cheque and the accused did not take any legal action against the complainant to have the cheque returned. In addition, the accused failed to produce that employee Siddique before the Court*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		to prove his claim. Such a situation leads this Court to presume that there remains reason to deliver the disputed cheque by the accused to the complainant. Accordingly it appears that the accused has not been able to prove any defense plea. Thus as there is no legally proved defense plea, the claim of the complainant is appeared a legitimate claim. ***6.c**. After cautious evaluation of the oral evidence given by PW 1 and scrutinizing exhibited documents, it appears that the accused had issued the disputed cheque IBB 10124391, dated bearing no.30/08/2011 (Ex. 1) to the complainant. The disputed cheque was presented by the complainant before the concerned bank for encashment but it was dishonored on 05/10/2011 (Ex.2) for insufficiency of fund in the account of the accused. It is also apparent that complainant served a legal notice dated 13/10/2011 following the provision mentioned in sec. 138(1A)(b) of the Negotiable Instruments Act, 1881 within the stipulated time which was returned on 26-10-2011 with an receiver was not endorsement that the receiver was not found(Ext.4).* *As per law the complainant is required to send legal notice to the accused at his usual place of abode by properly addressing, pre-paying and posting by registered post as per section sec.138(1A)(b) of the Negotiable Instruments Act read with sec. 27 of the General Clauses Act. The record reveals that the complied the legal complainant has requirement. The legal notice dated 13/10/2011 and the complaint dated 16-11-2011(Ex.5) contained the specific address of the accused. The Vokalotnama of the accused as submitted in the concerned Cognizance Court also contained the same address as used in the legal notice and the complaint. The postal receipt (Ex.3) also contained the address of the accused.*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		However, the accused never claimed that the address of the notice was not correct. It is found further that there is no allegation as to that the accused's address was wrongly used or of any different intention. *In consideration of the above legal and factual circumstances it appears that as per section section 138(1A)(b) of the Negotiable Instruments Act read with sec. 27 of the General Clauses Act legal notice was duly served upon the accused. And the evidence shows that the accused did not pay the cheques' amount within time as stipulated. However, Ex 5 along with the record of the concerned Cognizance Court shows that the complainant has filed the case on 16/11/2011 i.e. it is a pre-mature case. In such a situation the decision of the honourable High Court Division as pronounced in the case of Satya Narayan Poddar vs. State and Another, 53 DLR (2001) 403 is mentionable, where it is cited that-* *'Even though the case is pre-mature and it was filed before the expiry of 15 days from date of receipt of the notice, the proceeding is not liable to be quashed.* *Thus, nothing contrary to the complaint has been proved by the accused. So, evidently prosecution side seems to have proved all the requirements of law in favour of the complainant claim.* ***6.d**. Therefore, considering the facts and circumstances and the evidence on record, this Court is of the view that the prosecution has been able enough to prove the case beyond all reasonable doubts. The learned trial court, on proper assessment of the evidence on record, rightly found the accused person guilty under section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881. Therefore, I find no error either of law or of facts in the impugned judgment and order of conviction passed by the learned Joint*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Metropolitan Sessions Judge, 7th Court,Chattogram and as such there is no need to interfere with it. *7. Hence,* *it is ordered,* *that the Criminal Appeal be disallowed on contest. The impugned judgment and order of conviction sentence and dated 11/02/2019 passed by the learned Joint Metropolitan Sessions Judge, 7th Court, Sessions Trial Case Chattogram in No.1753/2013 [arising out of C.R. case no.1657/2011 (Doublemooring)] convicting the appellant A.K.M Golam Faruk to suffer imprisonment for 01 (one) year u/s. 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 and to pay a fine of 10,08,000/- (Ten lac eight thousand taka only) i.e. the cheque amount is hereby confirmed and upheld. The convict appellant A.K.M Golam Faruk is directed to surrender before the learned Court below within 30 (thirty) days of the receipt of this judgment and order by the trial Court to serve out the sentence with a further direction to deposit the remaining fine money. In default the learned Court below is directed to take necessary steps to execute the sentence in accordance with law.* *The complainant respondent is permitted to withdraw the fine money deposited by the accused appellant through chalan.* *Let a copy of this judgment and order along with the lower Court record be sent to the Court below at once for information and necessary action.* *Typed at my dictation & corrected by me.* *Sd./ **Nargis Aktar)*** *Addl.Metropolitan Sessions Judge* *5th Court, Chattogram.* *Sd./ - **Nargis Aktar*** *17/05/2022* ***(Nargis Aktar)*** *Addl.Metropolitan Sessions Judge* *5th Court, Chattogram*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (অভিযোগকারী) এর জবানবন্দি ও জেরা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ **মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (অভিযোগকারী) পি, ডাব্লিউ-১** *"আমি বাদী। আসামী এ. কে. এম গোলাম ফারুক। আসামী তার ব্যবসার প্রয়োজনে আমার কাছ থেকে ১০,০৮,০০০/- টাকা ধার নেয়। ঐ টাকার আন্দরে ৩০.০৮.২০১১ ইং তারিখ আসামী ১টা চেক দেন। ০৫.১০.২০১১ ইং তারিখ ডিজঅনার হলে ১৩.১০.২০১১ ইং তারিখ তাকে নোটিশ দেই। টাকা না দেওয়ায় মামলা করি। এই সেই চেক যা প্রদ- ১। এই সেই ডিজঅনার স্লীপ যা প্রদ- ২। এই সেই ডাক রশিদ যা প্রদ- ৩। এই সেই ফেরত খাম যা প্রদ- ৪। এই সেই নোটিশ ০৩ ফর্দ যা প্রদ- ৫ সিরিজ। এই স্বাক্ষরগুলো আমার যা প্রদ- ৫(১) সিরিজ।"* **XXX (আসামী পক্ষে)** *"**আমি আসামীর অধীনে এক সময় চাকুরী করেছি।** আমি ১২.০২.২০০৭ খ্রিঃ তাং আসামী নামীয় SAFCo -তে চাকুরী করেছি তা সত্য এবং আসামীর অধীনে চাকুরী করতাম। **উক্ত SAFCo-তে আমার বেতন ছিল চারহাজার টাকা** ও কমিশনে কিছু টাকা পেতাম। আমার পরিবারর সদস্য সংখ্যা ছয়জন। আমি ০৮.০৩.২০১১ তাং আসামীর নামীয় কোম্পানী থেকে চলে আসার জন্য অব্যাহতি পত্র দিয়েছি এবং ০৮.০৫.২০১১ তাং অব্যাহতি পেয়েছি। আমি যখন আসামীর কোম্পানী থেকে চলে আসি তখন কোম্পানী থেকে বেতনের টাকা পাওনা ছিলনা তা সত্য। আমি ০৯.০৭.১১ তাং ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়াডিং এসোসিয়েশনের বরাবরে আসামীর বিরুদ্ধে দরখাস্ত দেই তা সত্য। আমি ৩০.০৮.১১ খ্রিঃ তাং আসামরি অফিসে উপস্থিত থেকে নগদ দশ লক্ষ আট হাজার টাকা দিয়েছি। আমি আসামীকে পাওনা টাকা আদায়ের বাবদ দু-তিনবার তাগাদা দিয়েছি এবং ০৫.১০.১১ তাংসহ আরও দুবার তাগাদা দিয়েছি। আসামী টাকা নেওয়ার বিষয়ে প্রাপ্তি রশিদ আমাকে দেয়নি তবে চেক দিয়েছে। আমি আসামীর বিরুদ্ধে একইরূপ আরও একটি মামলা করি যা বর্তমানে দায়রা ৪৫০/১৪ হিসাবে রেকর্ড হয়েছিল এবং আসামী খারাস পেয়েছিল তা সত্য। **সত্য নয় যে, আসামীর অফিসে চাকুরী করার সময় আসামীর স্বাক্ষরিত দুটো চেক সুকৌশলে রেখে দেই। আসামীর অফিসে চাকুরী করার সময় আমার কোন ব্যবসা বানিজ্য ছিলনা তবে আমার ভূ-সম্পত্তি ছিল।** সত্য নয় যে, ০৯.০৭.১১ তাং চেকে উল্লেখিত টাকা বুঝে পেয়েছি বা আসামীর অফিসে চারহাজার টাকা বেতনে চাকুরী করে সু-কৌশলে দুটো চেক সংগ্রহ করে প্রতারনামূলক এই মামলা করেছি।"* **পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম রেসপনডেন্ট হিসেবে ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ২৭৮/২০১৯-এ পুনরায় জবানবিন্দ প্রদান করেন। নিম্নে উক্ত জবানবন্দি ও জেরা অবিকল অনুলিখন হলোঃ**

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (রেসপনডেন্ট) পি, ডাব্লিউ-১ *''আমি অত্র মামলার ১নং রেসপনডেন্ট। আসামীর আমার নিকট হতে সে ১০,০৮,০০০/- টাকা হাওলাদ নেয়। ১৮.০৯.২০০১ সালে আমাকে লিখিত আকারে দেয়। আসামী তার নিজ নামীয় প্যাডে লিখিত দেয় যে, সে আমার কাছ থেকে গত ৩০.০৮.২০১১ খ্রিঃ তারিখ ১০,০৮,০০০/- টাকা হাওলাত নিয়েছিল। আমি বিজ্ঞ আদালতে তা দাখিল করেছি। এটা আপীলকারী আসামী গত ১৮.০৯.২০১১ খ্রিঃ তারিখ আমাকে প্রদান করেছিল। এই সেই গত ১৮.০৯.১১ খ্রিঃ তারিখ আসামী গোলাম ফারুক কর্তৃক হাওলাদ গ্রহন সংক্রান্ত ও তা ফেরত প্রদানের অঙ্গীকারনামা যা প্রদর্শনী- ৬ হবে (আপীলকারী পক্ষের আপত্তি না থাকায়)। আমি আমার স্ত্রী হোসনেয়ারা বেগম এর পক্ষে ১৩.১০.২০১০ খ্রিঃ তারিখ ১৬,০০,০০০/- টাকার সঞ্চয় পত্র ক্রয় করেছি। আমি যার ফটোকপি দাখিল করেছি।''* **XXX (আপীলকারী পক্ষে জেরা)** *''M/S SAF CO. এর কোম্পানীতে আমি চাকরী করতাম ইহা সত্য। আমার দাখিলীয় ও প্রদর্শনী চিহ্নিত কাগজে বিষয়বস্তু লেখা আছে। প্রদর্শনী চিহিত কাগজে নিচে আসামী পক্ষের প্রদান করেছি কিন্তু স্বাক্ষরের নিচে তারিখ উল্লেখ করে নাই। বডিতে তারিখ উল্লেখ আছে সাক্ষী পরে নিজেই বলে। প্রদর্শনী চিহ্নিত ডকুমেন্ট-এ কোন সাক্ষীর নাম নাই ইহা সত্য। আমার প্রদর্শনী চিহ্নিত হাওলাদ টাকা ফেরতের অঙ্গীকারনামা এর উপর ভিত্তি করে মামলা করেছি সত্য নয়। চেকের উপর ভিত্তি করে মামলা করেছি। প্রদর্শনী চিহ্নিত অঙ্গীকারনামায় আসামীকে দেয় উকিল নোটিশের কথা বলি নাই। আমাকে প্রদর্শনী চিহ্নিত অঙ্গীকারনামা বিষয়ে আমার নালিশী দরখাস্তে উল্লেখ করি নাই। আমি নিম্ন আদালতে জবানবন্দিতে ও বলি নাই উক্ত অঙ্গীকারনামার কথা। তখন প্রয়োজন ছিলনা। তাই উল্লেখ করি নাই। আসামী নিম্ন আদালত স্বীকার করেছে যে সে চেক প্রদান করেছে এবং চেকে তার দস্তখত আছে। তাই আমি নিম্ন আদালতে অঙ্গীকারনামার কথা আর বলি নাই। সত্য নয় যে, আমি আমার মামলার দুর্বলতা ঢাকার জন্য আসামীর স্বাক্ষর নকল করে কাগজে বর্নিত আমার পছন্দমত কথাবার্তা লিখে সৃজন করে দাখিল করেছি। আমি আসামীকে মোট ৩০,০৮,০০০/- টাকা প্রদান করি।* ***লাভের ভিত্তিতে আমি আসামীকে ধার দিয়েছি একথা আমার দাখিলীয় অঙ্গীকারনামায় আছে।*** *আমাকে তর্কিত চেকের মাধ্যমে লাভের টাকা অন্তর্ভূক্ত করে চেক দেয় নাই। অঙ্গীকারনামা আসামী নিজে তার অফিসে বসে কম্পিউটারে কম্পোজ করে স্বাক্ষর দিয়েছে। পরে বলে আমি জানি না কে লিখেছে কখন লিখেছে। আমার দাখিলীয় অঙ্গীকারনামা জাল, সৃজিত সত্য নয়। আসামীর বেশ কিছু ডকুমেন্ট আমি তার কাছে চাকরী করার সুবাদে ছিল এবং সেগুলোর সাহায্যে আমি অত্র দাখিলীয় অঙ্গীকারনামা সৃজন করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম সত্য নয়।''* নথী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারী-আপীলকারী আসামীর মালিকানাধীন সি এন্ড এফ প্রতিষ্ঠান ''মেসার্স সাফকো''তে কাষ্টম সরকার হিসাবে দীর্ঘদিন (২০০৭ সন থেকে

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২০১১ সন পর্যন্ত) চাকুরী করেন। তিনি বিগত ইংরেজী ০৬/০৩/২০১১ তারিখে ছুটির আবেদন করেন, বিগত ইংরেজী ০৮/০৩/২০১১ তারিখ অব্যাহতিপত্র দাখিল করেন এবং বিগত ইংরেজী ০৮/০৫/২০১১ তারিখে তার অব্যাহতিপত্র গৃহীত হয়। মাসিক ৪০০০/- (চার হাজার) টাকা বেতনে চাকুরী শুরু করে মাসিক ৭০০০/- (সাত হাজার) টাকা বেতনে চাকুরী হতে অব্যাহতি গ্রহন করে সহস্তে লিখিত ভাবে বিগত ইংরেজী ০৮/০৫/২০১১ তারিখ ঘোষনা করেন যে, তার কোন দেনা পাওনা নাই। অপরদিকে, আসামী অত্র অভিযোগকারীর-আপীলকারীর বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম বন্দর থানায় জিডি নং- ৪০ তাং ০১/০৬/২০১১ দায়ের করেন। জাহাঙ্গীর আলম যাতে অবৈধভাবে আসামীর কার্ড ব্যবহার করে কাস্টমস হাইজে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য বিগত ইংরেজী ০৬/০৬/২০১১ তারিখে কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে মিরপুর মডেল থানায় ১৬৯৮ নং জিডি তারিখ ২৭/০৬/২০১১ আসামী দায়ের করেন। বিল অব এন্ট্রিতে আসামীর স্বাক্ষর জাল করে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা জাহাঙ্গীর আলম আত্মসাৎ করেন মর্মে প্রমান পেয়ে বিগত ইংরেজী ০৪/০৭/২০১১ তারিখে চট্টগ্রামে সি.এম.এম আদালতে আসামী ১১২/২০১১ নং পিটিশন মামলা জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে দায়ের করেন। (সি/আর মামলা নং ৯৮৯/২০১১ ধারা ৮২০/৪০৮/৫০৬/৪৬৮/৩৮৫ দঃ বিঃ)। জাহাঙ্গীর আলম তাহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত উপরোক্ত ২টি জিডি, ১টি ফৌজদারী মামলা মামলা এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট আসামীর বিগত ইংরেজী ০৬/০৬/২০১১ তারিখের অভিযোগ বিষয়ে সমাধান চাহিয়া বিগত ইংরেজী ০৯/৭/২০১১ তারিখ চট্টগ্রাম ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং (C & F) এজেন্টস কর্মচারী ইউনিয়নে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিগত ইংরেজী ২০/১০/২০১১ তারিখে চট্টগ্রাম সি এন্ড এফ এজেন্টস এসোশিয়েশন (মালিক সমিতির) কার্যালয়ে এক সালিশী বৈঠক হয়ে সিদ্ধান্ত (রোয়েদাদ) এর মাধ্যমে চূড়ান্ত ভাবে বিরোধ নিস্পত্তি হয়। **বিগত ইংরেজী ২০.১০.২০১১ তারিখের সালিশীশের রায় ও সভার কার্যবিবরণী অবিকল অনুলিখন হলোঃ** *"গত ২০/১০/২০১১ইং তারিখের সালিশীর রায়/সভার কার্যবিবরণী"* *চিটাগাং কাস্টমস ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস এসোসিয়েশন* *সি এন্ড এফ টাওয়ার (১৪তম তলা), ১৭১২, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।* *সি এন্ড এফ এজেন্ট মেসার্স সাফকো এর কর্মচারী জনাব জাহাঙ্গীর আলম এর সাথে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে ২০/১০/২০১১ইং অনুষ্ঠিত শ্রমিক কর্মচারী বিষয়ক*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উপ-কমিটি-১ সভার কার্যবিবরণী। *বিগত ২০/১০/২০১১ইং বিকাল ৩.০০ঘটিকায় চিটাগাং কাস্টমস সি এন্ড এফ এজেন্টস এসোসিয়েশনের প্রধান কার্যালয়ে মেসার্স সাফকো ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী জনাব জাহাঙ্গীর আলম এর মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ নিস্পত্তিকল্পে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে অত্র এসোসিয়েশনের পক্ষে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সভাপতিত্বে শ্রমিক কর্মচারী বিষয়ক উপ-কমিটি-১ এর সন্মানিত সদস্য ও ৩য় সহ সভাপতি জনাব মোঃ সফিউল আলম (খোকন), শ্রমিক কর্মচারী বিষয়ক উপ-কমিটি-১ এর সদস্য জনাব মোঃ আবদুল বারেক উপস্থিত ছিলেন। সি এন্ড এফ এজেন্ট মেসার্স সাককো এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন স্বত্বাধিকারী জনাব গোলাম ফারুক, প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, কাস্টম সরকার জনাব মোঃ জাকির, জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন ও জনাব জসিম উদ্দিন। চট্টগ্রাম ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস কর্মচারী ইউনিয়ন এর পক্ষে ১। জনাব মোঃ আবুল কাশেম সভাপতি ২। জনাব কাজী মোঃ খায়রুল বাশার- সাধারন সম্পাদক ৩। জনাব মোঃ নুরুজ্জামান রানা- সহ-সম্পাদক(১) ৪। জনাব সুলতান বোরহান উদ্দিন-শ্রম ও সদস্য কল্যাণ সম্পাদক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। যা উপস্থিতির তালিকায় সকলের স্বাক্ষর রয়েছে।* *সভার শুরুতে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার সভাপতি সভা শুরু করেন। সভার সভাপতি চট্টগ্রান ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সৃষ্ট বিরোধ সম্পর্কে বক্তব্য দেওয়ার অনুরোধ জানালে কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কাশেম বলেন, চট্টগ্রাম ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস কর্মচারী ইউনিয়ন এর সদস্য জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম বিগত ০৭ বছর যাবত মেসার্স সাফকোতে কর্মরত ছিলেন। তিনি চাকুরী থেকে অব্যাহতি নেওয়ার জন্য গত ০৮/০৩/২০১১ইং অব্যাহতি পত্র জমা দেন এবং নিয়ন মত মালিক গত ০৮/০৬/১১ইং তাহাকে রিলিজ প্রদান করেন এবং গত ১৫/০৫/২০১১ইং তাহার কাস্টম/জেটি সরকার লাইসেন্স বাতিল করা হয়। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, সকল প্রক্রিয়া সুষ্ট ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হওয়ার পরও তাদের সদস্য জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলমকে অহেতুক হয়রানী, মানসিক যন্ত্রনা ও নানাবিধ মানহানিকর আঘাত করনের লক্ষ্যে সি এন্ড এফ এজেন্ট মেসার্স সাফকো এর মালিক মহোদয় গত ০১/০৬/২০১১ইং বন্দর থানা, চট্টগ্রাম ২৭/০১/২০১১ইং মিরপুর থানা, ঢাকায় সাধারণ ডায়েরী করেন এবং*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		০৪/০৭/২০১১ইং চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালত, চট্টগ্রামে মামলা দায়ের করেন, যাহা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শ্রম অসন্তোর জন্য নেওয়ার জন্য সহায়ক। *পরবর্তীতে সভার সভাপতি মেসার্স সাফকো এর স্বত্ত্বাধিকারী জনাব গোলাম ফারুক সাহেবকে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতে অনুরোধ করা হলে তিনি সভাকে জানান, তিনি চট্টগ্রামে অবস্থান করেন না বিধায় চট্টগ্রামে সি এন্ড এফ এজেন্ট কার্যক্রমে কর্মচারীগণের উপর নির্ভর করতে হয়। কাষ্টম ও জেটিতে বিশেষ করে কর্মচারী জনাব জাহাঙ্গীর আলম এর উপর বিশ্বস্ততার সহিত দায়িত্ব অর্পন করেন। এ সুযোগে তিনি প্রায় অনিয়মের আশ্রয় নিতেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর কর্মচারী জনাব জাহাঙ্গীর আলম দপ্তরে ৬৩,০০০/- টাকার বিল প্রদান করেন। কিন্তু পরবর্তীতে উক্ত বিলগুলো যাচাই করে তাতে ৪৫,০০০/- টাকার সত্যতা পাওয়া যায়। এইরূপভাবে প্রতিটি কাজে তাহার অনিয়ন পরিলক্ষিত হইলে মৌখিকভাবে বহুবার তাহাকে সাবধান করা হয়। সাবধান করার পরও তিনি পরিবর্তন হন নাই। প্রতিষ্ঠানের অন্য কর্মচারীগণের সহিতও তাহার বনিবনা না হওয়ায় এক পর্যায়ে জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম মেসার্স সাফকোতে চাকুরী করবেন না মর্মে আবেদন জানালে তাহাকে (মোঃ জাহাঙ্গীর আলম) উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে রিলিজ অর্ডার ও যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করা হয়। উক্ত পরিশোধের প্রমান হিসাবে জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান হতে তার যাবতীয় পাওনাদি বুঝে গেয়েছে মর্মে লিখিত পত্রে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু রিলিজ অর্ডার নেওয়ার পর জনাব জাহাঙ্গীর আলম শুল্ক ভবনে সাফকো এর কর্মচারীদের নানা ভাবে হয়রানী করতে থাকেন। জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম কাস্টমস গোয়েন্দা দিয়ে তাহাদের বিভিন্ন ডকুমেন্টের বিষয়ে হয়রানি শুরু করেন। তাহার হয়রানি থেকে বাঁচার জন্য বাধ্য হইয়া জনাব গোলান ফারুক থানায় সাধারণ ডায়েরী করেন। এর পরও জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কাস্টমস কর্মকর্তাগণের নামে ও বিভিন্ন সেকশনের অবৈধ সিল তৈরী করেন। এ খবর জানার পর কাস্টমস এর জনেক কর্মকর্তা মেসার্স সাফকো এর স্বত্ত্বাধিকারীর কাছে অবৈধ সিল ফেরত দেওয়ার জন্য ৫,০০,০০০/- টাকা দাবী করেন। এই ধরনের পরিস্থিতি থেকে উত্তরনের জন্য এবং নিজস্ব নিরাপত্তার কারনে মেসার্স সাফকো এর স্বত্তাধিকারী জনাব গোলাম ফারুক জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এর বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের করেন। সভার সভাপতি মেসার্স সাফকো এর প্রাক্তন কর্মচারী জনাব জাহাঙ্গীর আলমকে*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এতদবিষয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতে বলা হলে তিনি সভাকে জানান, দীর্ঘদিন মেসার্স সাফকো তে কর্মরত থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে মালিক তাঁর সাথে আচরণ ভাল না করার চাকুরী হতে অব্যাহতি ও যাবতীয় পাওনাদি পরিশোধের জন্য আবেদন করলে তাকে অব্যাহতি ও যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করা হয়। এছাড়াও শুল্ক ভবনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন। *অতঃপর সভার সভাপতি উভয়ের বক্তব্যের উপর মেসার্স সাককো এর ম্যানেজার জনাব মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক ও কাস্টম সরকার জনাব জসিম উদ্দিন এর সাক্ষ্য গ্রহন করেন। তাহাদের উভয়ের বক্তব্যে জনাব জাহাঙ্গীর আলম শুল্ক ভবনে মেসার্স সাফকো কার্যক্রমে হয়রানির বিষয়ে উত্থাপন পূর্বক অভিযোগ আনেন ।* *সবার সাক্ষ্য গ্রহণ ও বক্তব্য শুনার পর সভার সভাপতির অনুরোধে কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ও মেসার্স সাফকো এর বর্তমান কাস্টম সরকার জনাব জসিম উদ্দিনকে নিয়ে আলাদা বসেন এবং তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সমস্যা ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হবে না মর্মে কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ সভাকে আশ্বাস প্রদান করেন। এই প্রেক্ষিতে কর্মচারী বিষয়ক উপ-কমিটি উপস্থিত সকলের সাথে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমুহ গৃহীত হয়।* ***<u>সিদ্ধান্তঃ</u>*** *১। চট্টগ্রাম কাস্টমস সি এন্ড এফ এজেন্টস কর্মচারী ইউনিয়ন তাদের সদস্য জনাব জাহাঙ্গীর আলম, জনাব জসিম ও জনাব আবু বক্কর সিদ্দিক এর কাছ থেকে ভবিষ্যতে সৃষ্ট বিরোধ থেকে বিরত থাকার এবং অদ্যকার সভার সিদ্ধান্ত সমূহ পালনের নিশ্চয়তা পাওয়া সাপেক্ষে চিটাগাং কাস্টমস সি এন্ড এফ এজেন্টস এসোসিয়েশনকে লিখিত অঙ্গীকারনামা প্রদান করবেন।* *২। চট্টগ্রাম কাস্টমস সি এন্ড এফ এজেন্টস কর্মচারী ইউনিয়ন এর কাছ থেকে অঙ্গীকারনামা পাওয়ার ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে মেসার্স সাফকো এর স্বত্বাধিকারী জনাব গোলাম ফারুক জনাব জাহাঙ্গীর আলম এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা ও ডায়েরী সমূহ প্রত্যাহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।* *৩। জনাব জাহাঙ্গীর আলম এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা ও সাধারণ ডায়েরী মেসার্স সাককো এর স্বত্ত্বাধিকারী জনাব গোলাম ফারক প্রত্যাহারের পর ও এতদবিষয়ে কোন বিশৃংখলার সৃষ্টি হলে চট্টগ্রাম কাস্টমস সি এন্ড এফ*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

এজেন্টস কর্মচারী ইউনিয়ন তার দায় দায়িত্ব বহন করবেন।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভার সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
কামাল উদ্দিন মোঃ আকতার
আহবায়ক সভার সভাপতি
ও আহবায়ক
শ্রমিক-কর্মচারী বিষয়ক উপ-কমিটি-১।

জনাব জাহাঙ্গীর আলম বিগত ইংরেজী ০৯/৭/২০১১ তারিখে কর্মচারী ইউনিয়নে দাখিলকৃত লিখিত বর্ননায় জনাব এ.কে.এম গোলাম ফারুকের নিকট তার কোন পাওনা ছিলো মর্মে এমন কোন কথা বলেন নাই। এমনকি বিগত ইংরেজী ২০/১০/২০১১ তারিখে সালিশী বৈঠকেও আসামীর নিকট তার (বাদী জাহাঙ্গীর আলমের) টাকা পয়সা পাওনা আছে মর্মে কোন দাবী বা বক্তব্য উপস্থাপন করেননি। তাছাড়া সি এন্ড এফ কর্মচারী ইউনিয়নের বিগত ১১/০৯/২০১১ তারিখ সি এন্ড এক মালিক সমিতিকে দেয়া চিঠিতে সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয় যে, আসামী এ.কে.এম গোলাম ফারুকের সাথে তার কোন দেনা পাওনা ছিল না। অথচ উক্ত সালিশী বৈঠকের ১৫ দিন আগে ০৫/১০/২০১১ ইং তারিখ গোপনে জাহাঙ্গীর আলম আসামীর স্বাক্ষরিত একটি চোরাই ব্লাংক চেক নিজ হাতে পুরন করে ডিজঅনার করিয়ে রাখেন। উক্ত চেক এর দাবী যদি সত্যি হতো, তা হলে অবশ্যই তিনি তাহার বিগত ০৯/৭/১১ ইং তারিখের আবেদনে অথবা ২০/১০/১১ ইং তারিখে সালিশী বৈঠকে তা প্রকাশ/দাবী করতেন।

The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ধারা ৪৩ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"***43. Negotiable instrument made, etc., without consideration-*** *A negotiable instrument made, drawn, accepted, indorsed or transferred without consideration, or for a consideration which fails, creates no obligation of payment between the parties to the transaction. But if any such party has transferred the instrument with or without indorsement to a holder for consideration, such holder, and every subsequent holder deriving title from him, may recover the amount due on such instrument from the transferor for consideration*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

or any prior party thereto.

Exception I- No party for whose accommodation a negotiable instrument has been made, drawn, accepted or indorsed can, if he have paid the amount thereof, recover thereon such amount from any person who became a party to such instrument for his accommodation.

Exception II- No party to the instrument who has induced any other party to make, draw, accept, indorse or transfer the same to him for a consideration which he has failed to pay or perform in full shall recover thereon an amount exceeding the value of the consideration (if any) which he has actually paid or performed. ”

উপরিল্লিখিত ধারা ৪৩ পর্যালোচনায় এটি কাঁচের মতো স্পষ্ট যে, পণ তথা বিনিময় (consideration) ছাড়া প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত, সম্মতিকৃত, স্বত্বার্পিত (endorsement) বিনিময়যোগ্য দলিল বা চেক পক্ষগণের মধ্যে কোন দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি করেনা। তথা এরূপ চেক দিয়ে The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারায় মোকদ্দমা দায়ের করা যায়না।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় The Negotiable Instrument Act, 1881 ধারা ১১৮ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

“118. Presumptions as to negotiable instruments of consideration- Until the contrary is proved, the following presumptions shall be made:

(a) That every negotiable instrument was made or drawn for consideration, and that every such instrument, when it has been accepted, indorsed, negotiated or transferred, was accepted, indorsed, negotiated or transferred for consideration.

as to date;

(b) that every negotiable instrument bearing a date was made or drawn on such date;

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		as to time of acceptance; ***(c) That every accepted bill of exchange was accepted within a reasonable time after its date and before its maturity;*** ***as to time of transfer;*** ***(d) that every transfer of a negotiable instrument was made before its maturity;*** ***as to order of indorsement;*** ***(e) that the indorsements appearing upon a negotiable instrument were made in the order in which they appear thereon;*** ***as to stamp;*** ***(f) that a lost promissory note, bill of exchange or cheque was duly stamped;*** ***(g) that the holder of a negotiable instrument is a holder in due course: provided that, where the instrument has been obtained from its lawful owner, or from any person in lawful custody thereof, by means of an offence or fraud, or has been obtained from the maker or acceptor by means of an offence or fraud, or for unlawful consideration, the burden of providing that the holder is a holder in due course lies upon him. ”*** *“১১৮। বিনিময়যোগ্য দলিল সম্পর্কিত অনুমিতি ক) প্রতিদান সম্পর্কিত; খ) তারিখ সম্পর্কিত; গ) সম্মতির সময়; ঘ) হস্তান্তরের সময়; ঙ) স্বত্বার্পণের আদেশ; চ) ষ্ট্যাম্প সম্পর্কিত; ছ) ধারক, যথাবিহীত ধারক; ।-* *ভিন্নকিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বিনিময়যোগ্য দলিলের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ধরিয়া লইতে হইবে যে-* *(ক) প্রত্যেকটি বিনিময়যোগ্য দলিল পণেরবিনিময়ে প্রস্তুত বা আদিষ্ট হয়; এবং উহা যখনসম্মতিদানকৃত, স্বত্বার্পিত, বিনিময়কৃত বা হস্তান্তরিত হয়, তখন পণের জন্যই সম্মতিদানকৃত, স্বত্বার্পিত, বিনিময়কৃত বা হস্তান্তরিত হয়;* *(খ) প্রতিটি বিনিময়যোগ্য দলিলে উল্লিখিত তারিখেই প্রস্তুত বা আদেশকৃত হইয়াছে;* *(গ) প্রতিটি সম্মতিদানকৃত বিনিময় বিল উহাতে উল্লিখিত তারিখের পর এবং পূর্ণতার পূর্বে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সম্মতিদানকৃত হইয়াছে;* *(ঘ) বিনিময়যোগ্য দলিলের প্রতিটি হস্তান্তর পূর্ণতার পূর্বে সম্পন্ন হইয়াছে;* *(ঙ) প্রতিটি বিনিময়যোগ্য দলিলে যে ক্রম-স্বত্বার্পণ পরিদৃষ্ট হয়, উহা উক্ত ক্রমেই করা হইয়াছে;*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

(চ) একটি হারানো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক যথাযথভাবে ষ্ট্যাম্পযুক্ত ছিল;

(ছ) বিনিময়যোগ্য দলিলের ধারক একজন যথাবিহীত ধারক; তবে শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে দলিলটি উহার বৈধ স্বত্বাধিকারীর কিংবা আইনগত হেফাজতকারীর নিকট হইতে, অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে (Fraudulently) অর্জিত হইবে, অথবা উহা প্রস্তুতকারী বা সম্মতিদাতার নিকট হইতে অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে বা বেআইনী পণের বিনিময়ে অর্জিত হইবে, সেইক্ষেত্রে দলিলের ধারক যে একজন যথবিহীত ধারক তাহা তাহাকেই প্রমাণ করিতে হইবে।"

উপরিল্লিখিত ধারা সহজ সরল পাঠে এটি কাঁচের মত স্বচ্ছ যে, ভিন্নকিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেক, পণের (consideration) বিনিময়ে প্রস্তুত বা আদিষ্ট। The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ধারা ১১৮ মোতাবেক পণের প্রতিদানের বিনিময় ছাড়া (without consideration) কোন বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেক আইনের দৃষ্টিতে বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেক হিসেবে গণ্য হবে না।

এককথায় কোন চেক, চেক প্রদানকারী কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত হলেও সেই চেকটি চেক হিসেবে গণ্য করা হবেনা যতক্ষন পর্যন্ত না সেই চেকটি প্রদানের বিনিময়ে চেক প্রদানকারী পণ বা বিনিময় বা প্রতিদান হিসেবে কোন কিছু প্রাপ্ত না হন।

মোহাম্মদ আলী বনাম রাষ্ট্র এবং অন্য [(2022) 26 ALR (HCD) 209] মোকদ্দমায় অত্র বিভাগ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে,

"প্রত্যেকটি বিনিময়যোগ্য দলিল প্রতিদানের বিনিময় বা পণের বিনিময় প্রস্তুত বা আদিষ্ট।"

অভিযোগকারী পি, ডব্লিউ-১ হিসেবে তার সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি লাভের ভিত্তিতে আসামীকে টাকা ধার দেন। লাভের ভিত্তিতে ধারের টাকা পরিশোধের জন্য তর্কিত চেকটি তাকে আসামী প্রদান করেন।

লাভের ভিত্তিতে ধারের টাকার বিনিময়ে গৃহীত চেক পণ (consideration) নয়। ধারা ৪৩ মোতাবেক পণ (consideration) ছাড়া প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত, সম্মতিকৃত, স্বত্বার্পিত (endorsement)

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বিনিময়যোগ্য দলিল বা চেক পক্ষগণের মধ্যে কোন দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি করেনা।

ফৌজদারী আপীল নং- ৪১৫৯/২০২০ মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ***"ব্যবসার কারণে ধার হিসেবে গৃহীত চেক বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেক নয়। ফলে উক্ত চেক দ্বারা মোকদ্দমা দায়ের বেআইনী এবং এখতিয়ার বহির্ভূত।"***

বর্তমান মোকদ্দমায় আসামী মোঃ নাজমুল হাসান চৌধুরী কোন পণের বিনিময়ে চেকটি অভিযোগকারীকে প্রদান করেন নাই। ফলে পণ বা বিনিময় ছাড়া চেকটি প্রদত্ত হওয়ায় এটি আইনত "চেক" তথা "বিনিময়যোগ্য দলিল" নয়।

ফাইন্যান্স কোম্পানী আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৯নং আইন) এর ধারা ২ এবং ৪ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "অর্থায়ন ব্যবসা" অর্থ চাহিবা মাত্র পরিশোধযোগ্য নহে এইরূপ মেয়াদি আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদান, বিনিয়োগ ও ইজারা অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনাসহ ধারা ২১ এ বর্ণিত কার্যাবলি;

(২) "আর্থিক বিবরণী" অর্থ ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৩) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক বিবরণী;

(৩) "আমানত" অর্থ সুদ বা মুনাফার ভিত্তিতে পরিশোধের সকল শর্ত সংবলিত রসিদের মাধ্যমে গৃহীত অর্থ তবে, নিম্নরূপ উৎস হইতে গৃহীত অর্থ আমানতের অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-

(ক) শেয়ার মূলধন হিসাবে গৃহীত অর্থ;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত অন্য যে কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে কর্জ হিসাবে গৃহীত অর্থ;

(গ) ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অধীন নিম্নবর্ণিত গৃহীত অর্থ-

(অ) চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত জামানত (যদি গৃহীত অর্থ সুদহীন হয়) অথবা সম্পত্তি হস্তান্তর বা নির্দিষ্ট অংশ মেরামতের পর হস্তান্তরিত সম্পদের বিপরীতে গৃহীত অর্থ;

(আ) ডিলারশিপ আমানত;

(ই) আর্নেস্ট মানি আমানত বা বায়নাপত্র জমা;

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(ঈ) দ্রব্য বা সেবা সরবরাহ করিবার জন্য চুক্তির অধীন গৃহীত অগ্রিম বা আংশিক পরিশোধিত অর্থ; (উ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ: তবে শর্ত থাকে যে, ইসলামী শরীয়া ভিত্তিতে পরিচালিত ফাইন্যান্স কোম্পানির আমানতের সংজ্ঞা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে; (৪) "আমানতকারী" অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি যাহার নামে আমানত গ্রহণ ও ধারণ করা হয় এবং আমানতকৃত অর্থ ফেরত পাইবার অধিকারী কোনো ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; (৫) "ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণগ্রহীতা" অর্থ এইরূপ খেলাপী ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি যিনি বা যাহা- (ক) নিজের, তাহার পরিবারের সদস্যের, স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির অনুকূলে কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি হইতে গৃহীত ঋণ, বিনিয়োগ বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা বা উহার অংশ বা উহার উপর আরোপিত সুদ বা মুনাফা তাহার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পরিশোধ না করে; বা (খ) কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি হইতে জালিয়াতি বা প্রতারণা বা মিথ্যা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে নিজের, তাহার পরিবারের সদস্যের, স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির নামে ঋণ, বিনিয়োগ বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করিয়া ফেরত না দেন; বা (গ) কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি হইতে যেই উদ্দেশ্যে ঋণ, বিনিয়োগ বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে উক্ত ঋণ, বিনিয়োগ বা আর্থিক সুবিধা বা উহার অংশ ব্যবহার করিয়াছে; বা (ঘ) ঋণের বিপরীতে প্রদত্ত জামানত ঋণ প্রদানকারী কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে হস্তান্তর বা স্থানান্তর করিয়াছে: তবে শর্ত থাকে যে, এই সংজ্ঞার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক, সময় সময়, নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে; (৬) "উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক" অর্থ কোনো ব্যক্তি বা কোনো পরিবারের সদস্য কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, একক বা অন্যের সহিত যৌথভাবে, কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগের অধিক শেয়ার ধারণ; (৭) "ঋণ" অর্থ- (ক) অগ্রিম, ধার, ঋণ, ইজারা, বাটাকৃত বা ক্রয়কৃত বিল, ইসলামী শরীয়া

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ভিত্তিতে পরিচালিত ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক বিনিয়োগকৃত অর্থ বা অন্য যে কোনো আর্থিক সুবিধা; (খ) গ্যারান্টি, ইনডেমনিটি বা অন্য কোনো আর্থিক বন্দোবস্ত যাহা কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি-ঋণগ্রহীতার পক্ষে প্রদান বা জারি করে বা দায় হিসাবে গ্রহণ করে; (গ) কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক উহার কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রদত্ত কোনো ঋণ; এবং (ঘ) উপ-দফা (ক), (খ) ও (গ) এ উল্লিখিত ঋণ বা, ক্ষেত্রমত, ইসলামী শরীয়া ভিত্তিতে পরিচালিত ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক বিনিয়োগকৃত অর্থ এর উপর বিধি-বিধান দ্বারা আরোপিত সুদ, দণ্ড-সুদ, মুনাফা বা ভাড়া; (৮) "কোম্পানি আইন" অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন); (৯) "কোম্পানি" অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কোনো কোম্পানি; (১০) "খেলাপী ঋণগ্রহীতা" অর্থ কোনো দেনাদার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি যাহার নিজের বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত অগ্রিম, ঋণ, অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা বা উহার অংশ বা উহার উপর অর্জিত সুদ বা মুনাফা যাহা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী মেয়াদোত্তীর্ণ হইবার পর ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হইয়াছে; (১১) "দেনাদার" অর্থ ঋণ গ্রহণ, লাভ-ক্ষতির ভাগাভাগি, খরিদ বা ইজারার ভিত্তিতে বা অন্য কোনোভাবে আর্থিক সুবিধা গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি এবং জামিনদার; (১২) "ধারা" অর্থ এই আইনের কোনো ধারা; (১৩) "পরিচালক" অর্থ ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদে পরিচালক পদে বহাল যে কোনো ব্যক্তি এবং এইরূপ ব্যক্তিকেও বুঝাইবে যাহার নির্দেশ বা আদেশে কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক কোনো দায়িত্ব পালন করেন এবং বিকল্প বা প্রতিনিধি পরিচালকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; (১৪) "পরিবার" বা "পরিবারের সদস্য" অর্থ কোনো ব্যক্তির স্ত্রী বা স্বামী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন এবং উক্ত ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তি; (১৫) "পাওনাদার" অর্থ আমানত জমাদানকারী বা লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে অর্থ গচ্ছিত রাখিয়াছেন এইরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অথবা লাভ-ক্ষতির ভাগাভাগি,

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ভাড়ায় খরিদ বা ইজারার ভিত্তিতে বা অন্য কোনোভাবে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বা সেবা প্রদানকারী বা অর্থলগ্নীকারী ব্যক্তি; (১৬) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোনো প্রবিধান; (১৭) "ফাইন্যান্স কোম্পানি" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি; (১৮) "বৎসর" অর্থ ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত ইংরেজি পঞ্জিকা বৎসর; (১৯) "বাংলাদেশ ব্যাংক" অর্থ The Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No.127 of 1972) এর অধীন স্থাপিত Bangladesh Bank; (২০) "বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৩ এর অধীন গঠিত কমিশন; (২১) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোনো বিধি; (২২) "বীমা কোম্পানি" অর্থ বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (২৫) এ সংজ্ঞায়িত বীমাকারী; (২৩) "ব্যক্তি" অর্থ- (ক) প্রাকৃতিক ব্যক্তি (Natural Person); (খ) কোম্পানি; (গ) প্রতিষ্ঠান; (ঘ) অংশীদারি কারবার; এবং (ঙ) সংঘ, সংস্থা ও সমিতি; (২৪) "ব্যাংক-কোম্পানি" অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যাংক-কোম্পানি; (২৫) "সিকিউরিটি" অর্থ Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এ সংজ্ঞায়িত section 2 এর clause (1) সংজ্ঞায়িত securities; (২৬) "স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ" অর্থ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান; (২৭) "স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি" অর্থ কোনো ব্যক্তি বা তাহার পরিবারের সদস্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইবে যদি ব্যক্তি নিজে বা অন্যের সহিত যৌথভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে বা উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে বা উক্ত কোম্পানি বা উহার হোল্ডিং। কোম্পানির পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা শীর্ষ ব্যবস্থাপনায়

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নিয়োজিত থাকেন; এবং (২৮) "স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান" অর্থ এইরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান যাহা একই স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান (যথা- হোল্ডিং কোম্পানি, সাবসিডিয়ারি কোম্পানি বা সহযোগী প্রতিষ্ঠান বা জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রতিষ্ঠান) বা উভয়ই তৃতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের জয়েন্ট ভেঞ্চার বা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক একক বা যৌথভাবে পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত। **ফাইন্যান্স কোম্পানির লাইসেন্স** ৪। (১) কোনো কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত বাংলাদেশে কোনো অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবে না। (২) কোনো ব্যক্তি লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর এই আইনের অধীন এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফরমে লিখিত আবেদন করিবে। (৩) ফাইন্যান্স কোম্পানি হিসাবে কোনো কোম্পানিকে লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংককে নিম্নরূপ বিষয়সমূহে সন্তুষ্ট হইতে হইবে, যথা:- (ক) আর্থিক অবস্থা; (খ) ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য; (গ) মূলধনের পর্যাপ্ততা, কাঠামোগত যথার্থতা ও উপার্জনের সক্ষমতা; (ঘ) সংঘ-স্মারকে উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলি; এবং (ঙ) জনস্বার্থ। (৪) এই ধারার অধীন লাইসেন্স প্রদানের সময় বাংলাদেশ ব্যাংক উহার বিবেচনায় সঙ্গত যে কোনো শর্ত আরোপ করিতে পারিবে। (৫) বাংলাদেশ ব্যাংক যে কোনো সময় ফাইন্যান্স কোম্পানির লাইসেন্সের শর্ত সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন বা সংশোধন করিতে পারিবে। (৬) অর্থায়ন ব্যবসায়ে নিয়োজিত লাইসেন্স প্রাপ্ত ফাইন্যান্স কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান উহার নামের অংশ হিসাবে ফাইন্যান্স অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করিতে পারিবে না যাহাতে উহাকে ফাইন্যান্স কোম্পানি হিসাবে মনে করিবার কারণ থাকে: তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা:- (ক) ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক গঠিত সাবসিডিয়ারি; বা (খ) ফাইন্যান্স কোম্পানির পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত কোনো সংস্থা।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উপরিল্লিখিত ধারাদ্বয় সহজ সরল পাঠে এটি কাঁচের মতো স্পষ্ট যে, কেবল মাত্র বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত কোম্পানী ব্যতীত অন্য কোন কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বাংলাদেশে কোন অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে না। *অত্র মোকদ্দমায় অভিযোগকারী বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করার লাইসেন্স প্রাপ্ত নন। ফলে তিনি আসামীকে লাভের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকা ধার দেওয়ার আইনত অধিকারী নন। লাভের ভিত্তিতে আসামীকে ঋণ প্রদান করে তর্কিত চেকটি গ্রহণ অভিযোগকারীর বেআইনী কার্যক্রমও বটে।* **অত্র অভিযোগকারী আপীলকারী-আসামীর মালিকানাধীন "SAF CO" ট্র এ ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা বেতনের কর্মচারী ছিলেন। চাকুরী থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পূর্বে মালিকের চেক গোপনে চুরি করে সরিয়ে নিয়ে মালিকের বিরুদ্ধে অত্র মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন প্রমানিত। এমনতর কর্মচারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। অত্র অভিযোগকারী-আপীলকারী চুরি করা চেক দিয়ে মিথ্যা মামলা দায়ের করে আদালতের প্রক্রিয়াকে অপব্যবহার করে আদালতের সাথে প্রতারনা করেছেন প্রতীয়মান।** সার্বিক পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, অভিযোগকারী অত্র দরখাস্তকারীকে হয়রানী করার হীন মানষে অত্র মিথ্যা মোকদ্দমাটি দায়ের করেছে। অভিযোগকারী দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে The Negotiable Instrument Act, 1881 ধারা ১৩৮ এর অভিযাগ প্রমান করতে সম্পুর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল আদালত সঠিকভাবে দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য পর্যালোচনা ব্যতিরেকে যে রায় প্রদান করেছেন যা হস্তক্ষেপযোগ্য। অত্র রুলটি চুড়ান্ত হওয়ার যোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা জরিমানাসহ চুড়ান্ত করা হলো। বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৫ম আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং ২৭৮/২০১৯-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৭.০৫.২০২২ তারিখের প্রদত্ত রায় ও আদেশ এবং বিজ্ঞ যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ৭ম আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক দায়রা মামলা নং ১৭৫৩/২০১৩ এতদ্বারা বাতিল করা হল। অত্র মামলার আসামী-দরখাস্তকারী এ,কে,এম, গোলাম ফারুক-কে The Negotiable Instrument Act, 1881 ধারা ১৩৮ এর অভিযাগ থেকে অব্যাহতি তথা

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		খালাস প্রদান করা হলো। দরখাস্তকারী এবং তার জামিনদারকে জামিননামার দায় হতে অব্যাহিত দেওয়া হলো। অত্র রায় ও আদেশের কপি প্রাপ্তির ১০(দশ) দিনের মধ্যে দরখাস্তকারী কর্তৃক আদালতে জমাকৃত চেকে বর্ণিত টাকার ৫০% দরখাস্তকারীকে প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল। অত্র রায় ও আদেশের সহি মহুরী নকল প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে জরিমানার ১০,০০,০০০/- (দশ) লক্ষ টাকা এ,কে,এম, গোলাম ফারুককে প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি অধস্তন আদালতের সকল বিচারককে ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপি সহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।